বালিবধ-কাব্য।



শ্রীগুরুতারণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।



শ্রীললিতমোহন দাসকর্ত্তৃক প্রকাশিত।



ঢাকা

আরমাণীটোলা আদর্শ-প্রেসে.

শ্রীসেক আবদুলগণিদ্বারা মুদ্রিত।



১৩০৬ সন।

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

উৎসর্গ।

পূর্ব্ববঙ্গ হিন্দু সমাজের ভূতপূর্ব্বনায়ক,

ফুলিয়াদলের একমাত্র মুখপাত্র,

স্বনামপ্রসিদ্ধ কুলিন-কুল-তিলক,

পণ্ডিতাগ্রগণ্য, স্বর্গীয়

৺ কাশীচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

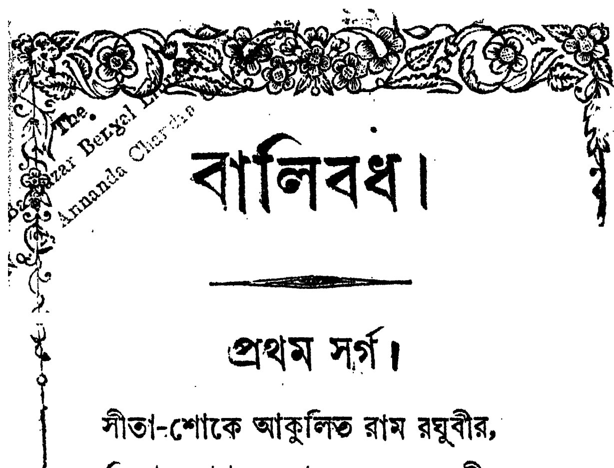
পিতৃদেবের

শ্রীশ্রীচরণারবিন্দে

এই ক্ষুদ্র "বালিবধ"

ভক্তি ও প্রীতিরচিহ্নস্বরূপ অর্পিত হইল।

সন ১৩০৬।



বালিবধ।

প্রথম সর্গ।

সীতা-শোকে আকুলিত রাম রঘুবীর,
চিন্তার সাগরে মগ্ন নেত্রে বহে নীর।
বনে বনে দুই ভাই করেন ভ্রমণ,
কোথাও না পান সীতা করি অন্বেষণ।
হতাশ হইয়ে দোঁহে বিষণ্ণ অন্তরে,
অবশেষে উপনীত পম্পানদী-তীরে।
তটিনীর চারুশোভা করি দরশন,
লক্ষ্মণে বলেন রাম রাজীব-লোচন :—
দেখ রে লক্ষ্মণ ভাই! কি শোভা পম্পার!
ঘুচিল সকল ক্লেশ, বিরহ সীতার।

স্ফটিকের মত জল অতি নিরমল,
ফুটিয়া র'য়েছে তায় সহস্র কমল।
মধুকর করিতেছে মধু অন্বেষণ,
গুন্ গুন্ রবে করে প্রেম-আলাপন।
চক্রবাক চক্রবাকী প্রফুল্ল অন্তরে,
করিতেছে জলকেলি কলকল স্বরে।
দুপাশে কাননরাজি শোভায় অতুল,
ফুটিয়া র'য়েছে তায় নানাবিধ ফুল।
কলকণ্ঠে পাখিগণ করিছে কূজন,
শ্রবণ-বিবরে করি অমিয়া সিঞ্চন।
কুসুম-ভূষণে সাজি মহীরুহ যত,
প্রণমিছে বিভুপদে শির করি নত।
কুসুমিতা চারুলতা সোহাগের ভরে,
আলিঙ্গনে তুষিতেছে বিটপি-নিকরে।
কুসুমে কুসুমে করি সৌরভ গ্রহণ,
বহিতেছে ধীরে ধীরে মলয় পবন।
অনঙ্গের সহচর মধু-আগমনে,
দহিছে হৃদয় মম বিরহ-দহনে।
মলয় অনিলে কেন জ্বলিছে শরীর?
উপায় কি করি বল লক্ষ্মণ সুধীর?

পঞ্চমে কোকিল গায় কুহু কুহু গান,
উহু উহু করে তায় বিরহীর প্রাণ।
এ সময় কোথা র'ল প্রাণের জানকী!
তাহারে আনিয়া দেও লক্ষ্মণ ধানকী।
বনের বিহঙ্গ সুখে করে প্রেম-গান,
ফুলে ফুলে মধুব্রত করে মধু পান।
ময়ূর ময়ূরী প্রেমে করিছে নর্ত্তন,
কেকারবে করে যেন প্রিয়-সম্ভাষণ।
দেখ রে! মরাল কুল প্রফুল্ল অন্তরে,
ধাইছে হংসীর পানে কলকল স্বরে।
হরিণ হরিণী সুখে করিছে ভ্রমণ,
পরস্পর প্রিয়-নেত্র করে নিরীক্ষণ।
মদস্রাবী গজযূথ চলিয়া চলিয়া,
চলিছে কমল-বন চরণে দলিয়া।
অশোক-স্তবক যার জ্বলন্ত অঙ্গার,
শব্দযার মধুমত্ত অলির ঝঙ্কার।
আরক্তিম শিখা যার পল্লব-নিচয়,
এহেন বসন্তানলে দহিছে হৃদয়।
বহিছে মলয়ানিল, কাঁপিছে কমল,
তাড়াইয়া অলিদলে চুমে পরিমল।

পদ্মপত্র-চারুনেত্রা প্রেয়সী আমার,
পরাগ-প্রবাহী বায়ু নিশ্বাস তাহার।
কোথায় পঙ্কজ-মুখী জনক-দুহিতা,
রঘুকুল-কুলবধূ পুণ্যবতী সীতা ?
ত্যজিয়া সকল সুখ রাজ-নিকেতন,
আমার কারণে তিনি আসিলেন বন।
সহেন কতই ক্লেশ দুর্গম কাননে,
ভুলেন সকল দুঃখ চে'য়ে মোর পানে।
অকাতরে বনে বনে করেন ভ্রমণ,
পাছে পাছে যান সীতা ছায়ার মতন।
সতত তোষেণ মোরে মধুর বচনে,
ঘামিলে মুছান ঘাম অতীব যতনে।
বিন্ধিলে কণ্টক বনে চরণে আমার,
অমনি করেন সীতা কণ্টক উদ্ধার।
নানামতে নানাক্লেশ জনক-নন্দিনী
সহেন আমার তরে দিবস রজনী।
বিজন বিপিনে আমি সীতা-পরশনে,
ভুলিনু বনের ক্লেশ, রাজ্য, সিংহাসনে।
বনের বিচিত্র শোভা দরশন ক'রে,
ভাসিত জানকী মোর অমিয়-সাগরে।

বিহঙ্গের কলরবে কত হর্ষ তার,
সুবাসিত ফুল্ল ফুলে আনন্দ অপার।
আমিও সোহাগে ফুল তুলি সযতনে,
সাজাতেম জানকীরে কুসুম-ভূষণে।
হায়! সে সুখের দিন এখন কোথায়?
হানিল বিধাতা মোর বরজ মাথায়!
সীতা পাইতাম যদি আমি এ সময়,
তৃণতুল্য গণিতাম ত্রিদিব-আলয়।
দারুণ বসন্ত মোরে দহিছে যেমন,
পতিহারা জানকীরে দহিছে তেমন।
যদিও বসন্ত তথা না করে বিহার,
তথাপি মরিবে সীতা বিরহে আমার।
সহিয়া অশেষ ক্লেশ দুর্গম কাননে,
শত্রু-করে নিপীড়িতা জানকী এখনে।
ধর্ম্মরক্ষা হেতু যিনি আসিলেন বন,
তাহারে করিনু আমি রাক্ষসে অর্পণ।
রঘুকুলে জন্ম মম বীরের কুমার,
রক্ষিতে নারিনু আমি আপনার দার।
কি ব'লে দেখাব মুখ মনুজ সমাজে,
হাসিবে সকল লোক মরিব সে লাজে।

চতুর্দ্দশ বর্ষ বনে করিয়া যাপন,
যখন যাইব আমি অযোধ্যা-ভবন।
কি বলিয়া প্রবোধিব পুরবাসি-গণে,
যখন কাঁদিবে তারা সীতার কারণে।
জিজ্ঞাসিবে যবে মোরে মিথিলার পতি,
আমার নয়ন তারা কোথা সীতা সতী ?
কি দিব উত্তর আমি জনক রাজায় ?
কি ব'লে প্রবোধ দিব দুখিনী মাতায় ?
অযোধ্যায় যাও তুমি ভাই রে লক্ষ্মণ !
ভরতের সনে কর রাজত্ব শাসন।
সীতার বিরহ রাম সহিতে না পারে,
তিতিল শরীর তার নয়ন-নীহারে।
কাঁদেন অনাথ-নাথ অনাথের মত,
যতই করেন খেদ শোক বাড়ে তত।
রামের ক্রন্দনে কাঁদি সুমিত্রা নন্দন,
বিনয়ে বলেন রামে প্রবোধ-বচন ঃ—
ভুবন-বিজয়ী তুমি ত্রিলোক-পূজিত,
নানা শাস্ত্র জান তুমি পরম পণ্ডিত।
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, নীতি-পরায়ণ,
জগতে কে আছে বল তোমার মতন ?

বল-বীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্য, ধৈর্য্যে হিমাচল,
ক্ষমায় ধরণী সম, গাম্ভীর্য্যে অতল।
দুর্জ্জন-দলনকারী, সুজন-আশ্রয়,
অরাতি-ঘাতন তুমি বিপদে নির্ভয়।
সত্যধর্ম্ম-রক্ষাহেতু আসিয়াছ বন,
অকাতরে পরিহরি রাজ্য, ধন, জন।
সসাগরা বসুন্ধরা কাঁপে ক্ষণে ক্ষণে,
সতত অটল তুমি কর্ত্তব্য-পালনে।
আজি এ কি অপরূপ চিত্তের বিকার!
কেন এত অভিভূত বিরহে সীতার?
সাজে কি তোমার শোক অবলা-সুলভ?
নরের আরাধ্য তুমি দেবের দুর্লভ।
কর চিত্ত স্থির দেব! কায়-মন-প্রাণে,
যতন কর হে সদা কর্ত্তব্য-পালনে।
অযতনে যদি কেহ হারায় রতন,
যতন করিলে পুনঃ মিলে সেই ধন।
অতএব রঘুবর! ত্যজ শোক-ভার,
একাকী করিব আমি সীতার উদ্ধার।
জানকী হরিয়া নিল যেই দুরাশয়,
লক্ষ্মণের করে তার মরণ নিশ্চয়।

মাতৃগর্ব্ভে যদি পুনঃ লুকায় রাবণ,
তথাপি তাহারে আমি করিব নিধন।
প্রবেশে পাতালে যদি রাক্ষস দুর্ব্বার,
তথাপি আমার শরে নাহিক নিস্তার।
যদি সে পাপিষ্ঠ করে গিরি আরোহণ,
তখনি করিব আমি গিরি বিদারণ।
লুকায় সভয়ে যদি জলধির জলে,
শুষিব সাগর আমি খর শর-জালে।
দেবতা, গন্ধর্ব্ব কিম্বা রক্ষ, যক্ষগণ,
করে যদি রাবণের অনুকূলে রণ।
তথাপি বাধিয়া আমি দুষ্ট দশাননে,
সীতারে আনিয়া দিব তোমার চরণে।
এত বলি নীরবিলা সুমিত্রা-নন্দন,
ঝটিকার অবসানে অম্বুধি যেমন।
লক্ষণের হিতকর শুনিয়া বচন,
পরিহরি শোক-তাপ জানকী-জীবন।
চলিলেন ধীরে ধীরে সীতা অন্বেষণে,
অতিক্রমি পম্পাতীর অনুজের সনে।





দ্বিতীয় সর্গ।

ঋষ্যমূক নামে আছে বিচিত্র ভূধর,
কেশরী-কুঞ্জর-ব্যাঘ্র-ব্যাপ্ত-কলেবর।
শ্বেত-পীত-নীল-কৃষ্ণ-শিলা সুশোভিত,
ধাতুরাগ-সুরঞ্জিত, বিহগ-কূজিত।
সজল জলদ সম শোভিছে সুন্দর,
মুনিগণ-নিষেবিত সুচারু শিখর।
বিকচ প্রসূনে শোভে নানা তরুগণ,
নৃপতির শিরে যথা মুকুট রতন।
কিংশুক কুসুম-হার পরিয়াছে গলে,
বোধ হয় চারিদিকে দাবানল জ্বলে।
মল্লিকা, মালতী, যুথী, অশোক, বকুল,
ফুটিয়া র'য়েছে লোধ্র, কেতকী, শিমুল
অগুরু চন্দনে চারু সৌরভ বিলায়,
সুবাসিত ফুল্ল ফুলে নাসিকা জুড়ায়।

ঝড়িছে কুসুম-রাজি-,যেন তরুগণ
পূজিতেছে ফুলদলে বিভুর চরণ।
বিবিধ কুসুমে ব্যাপ্ত চারু শিলাতল,
আস্তীর্ণ রয়েছে যেন চিত্রিত কম্বল।
শিখরে শিখরে করি রস আস্বাদন,
বহিতেছে ধীরে ধীরে মলয় পবন।
ঝর ঝর ঝর রবে নির্ঝর নিচয়,
মিলিছে তটিনী সনে প্রফুল্ল হৃদয়।
কল কল কল স্বরে কল্লোলিনীগণে,
ধাইছে সাগরপানে আকুলিত মনে।
হংসকুল-নিনাদিত স্বচ্ছ সরোবর,
ফুটিয়া র'য়েছে তায় কমল-নিকর।
কোথাও দ্বিরদাকার, ধূসর বরণ,
করিতেছে ভীমনাদ শাখামৃগগণ।
সুকোমল তৃণাঙ্কুর করিতে আহার,
নির্ভয়ে হরিণ-শিশু করিছে বিহার।
শুভ্রদন্ত মহাকায় প্রমত্ত বারণ
করিতেছে গিরিতটে ভীষণ গর্জ্জন।
নিভৃত দুর্গম এক গিরির গুহায়,
পঞ্চ বীরবর মগ্ন গভীর চিন্তায়।

সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি অরুণ-বরণ,
সুগ্রীব বলেন দুঃখে করুণ বচন :—

এ দশায় কত কাল করিব কর্ত্তন ?
সহিয়া অশেষ ক্লেশ, পরিয়া যোগীর বেশ,
বনের সুতিক্ত ফলে জীবন ধারণ !
কণ্টকিত তরুমূলে যামিনী যাপন !

নিশির শিশিরে সিক্ত সমগ্র শরীর।
হিংস্র জন্তু অগণন, করিতেছে আস্ফালন,
জলদ জিনিয়া নাদ অতীব গভীর।
কখন যে করে গ্রাস নাহি তার স্থির।

সারা দিন দহিতেছে নিদাঘ-তপন।
মস্তক ফাটিয়া যায়, কণ্ঠরোধ পিপাসায়,
কে আছে এখানে করে চামর ব্যজন ?
কে বা করে সুবাসিত পানীয় অর্পণ ?

প্রাবৃট সময়ে সহি ক্লেশ নিরন্তর।
সারা দিন সারা রাত, অবিশ্রান্ত বারিপাত,
ভিজিয়া ভিজিয়া সদা ভোগি কম্পজ্বর !
আশে পাশে চারিদিকে গর্জ্জে বিষধর।

শিশির-সঙ্গমে কিবা যাতনা ভীষণ !
শীতে বাতে সদা কাঁপ, দাঁতে দাঁতে লাগে দাঁত,
তাহাতে আবার ঘোর হিমানী বর্ষণ !
মরার উপরে যেন অশনি পতন !

বসন্তেও নাহি সুখ চিত্তে অভাগার !
অনিলে শরীর জ্বলে, স্বাদ নাই পরিমলে,
কোকিলে আকুল করে মানস আমার।
শেল সম বিন্ধে যেন অলির ঝঙ্কার।

কোথায় কিষ্কিন্ধ্যাপুরী, রাজ্য, সিংহাসন ?
কোথা পুরবাসিগণ, দাস দাসী অগণন ?
কোথায় সুচারু হর্ম্ম্য, বসন, ভূষণ ?
কোথায় বিলাস গৃহ, প্রমোদ কানন ?

কোথায় প্রাণের রুমা প্রেয়সী আমার !
কোমল কমল জিনি, সুকোমল দেহ খানি,
উদ্ভাষিত তাহে জ্যোতি পূর্ণ চন্দ্রমার।
খরবেগে বহিতেছে যৌবন-জোয়ার।

ভুলিতে কি পারি আমি সে চারু বদন ?
অধরে মধুর হাসি, সতত র'য়েছে মি-

লাজে মাখা আধ আধ মধুর বচন,
চকিত হরিণী সম চঞ্চল নয়ন।

প্রতিমা গড়েছে বিধি পীরিতি ছানিয়া।
সুষমায় চারুতায়, . লবঙ্গলতিকা-প্রায়,
আদর করিলে পড়ে সোহাগে ঢলিয়া।
প্রণয়-তরঙ্গ হৃদে উঠে উছলিয়া।

কোথা রুমা কোথা আমি কত ব্যবধান!
জানেনা সরলা বালা, বিষম বিরহজ্বালা,
জানে না কি খরতর অনঙ্গের বাণ!
বসন্তে নিশ্চয় রুমা ত্যজিবে পরাণ!

কাঁটা কভু ফুটে নাই চরণে যাহার।
অভাগার প্রিয়তমা, হায়! আজি সেই রুমা,
দিবা নিশি সহিতেছে ঘোর অত্যাচার!
শৃগালের করে হায়! সিংহের আহার!

কপালে কি ছিল এই বিধির লিখন!
সিংহাসন শিলাখণ্ড, শাখি-শাখা রাজদণ্ড,
শ্বাপদ-সেবিত গুহা রাজ-নিকেতন!
ঋষ্যমূক হইয়াছে কিষ্কিন্ধ্যা-ভবন!

কাতরে সুগ্রীব রাজা করে বিলপন,
নিষাদের শরবিদ্ধ কুরঙ্গ যেমন।
দহিছে হৃদয় তার শোকের অনলে,
সুগ্রীবের শোকে কাঁদে বানর সকলে।
আকুল হেরিয়া সবে পবন-নন্দন,
বলিলেন কপিরাজে প্রবোধ-বচন।
অন্নদাতা ভয়ত্রাতা তুমি মহারাজ!
আমরাও সাধ্যমত সাধি তব কাজ।
তোমার বিপদে ভাবি আপন বিপদ,
তোমার ঐশ্বর্য্যে বাড়ে নিজের সম্পদ।
তোমার আশ্রিত মোরা, অনুগত দাস,
তোমার কারণে করি অরণ্যেতে বাস।
কোথায় রাজন! তুমি আশ্বাস-বচনে,
সতত প্রবোধ দিবে অনুগত জনে।
এবে দেখি আপনিই শোকেতে কাতর,
কে তবে রক্ষিবে বল তব অনুচর?
তরঙ্গ দেখিয়া যেবা তরণী ডুবায়,
দুস্তর পাথারে তার প্রাণ রাখা দায়।
সাহসে নির্ভর করি নির্ভয়ে যেজন,
বিপদের সহ যুঝে, সেই মহাজন।

সঙ্কটে যেজন হয় শোকেতে মোহিত,
যথা তথা সেই জন হয় পরাজিত।
হোক্ সে বিদ্বান, মানী, বীরের প্রধান,
কাপুরুষ সেই বটে অবলা-সমান।
অতএব মহারাজ! শোক পরিহর,
কর্ত্তব্য-পালনে হও বদ্ধ-পরিকর।
দৈবের বিচিত্র লীলা কে বুঝিতে পারে?
রাজ্য ধন হারায়েছ অদৃষ্টের ফেরে।
দৈবচক্রে বিঘূর্ণিত যত প্রাণিগণ,
সুখ দুঃখ ভোগে জীব দৈবের কারণ।
রাজ-রাজেশ্বর হয় পথের ভিকারী,
কড়ার কাঙ্গাল হয় রাজ্য-অধিকারী।
জন্ম, কর্ম্ম, শুভাশুভ, সংযোগ, বিয়োগ,
দৈবের অধীন জে'ন জরা, মৃত্যু, রোগ।
বিধি, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অন্য কিবা ছার,
খণ্ডাইতে না পারেন লিপি আপনার।
দৈবের নির্ব্বন্ধে কর বনে বিচরণ,
কি ফল হইবে বল করি বিলপন?
বালীর পতন নৃপ! দূরবর্ত্তী নয়,
অবশ্য হইবে পাপী পাপেতে বিলয়।

ধর্ম্মের সর্ব্বত্র জয় বলে সাধুগণ,
অধর্ম্মের ক্ষয় সদা জানে সর্ব্বজন।
ভ্রাতার সমান বন্ধু ত্রিভুবনে নাই,
তনয় হইতে প্রিয় সহোদর ভাই।
বিনাদোষে অনুগত সুশীল ভ্রাতায়,
ঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত করি যেজন তাড়ায়।
তাহার সম্পদ স্থায়ী থাকেনা কখন,
পদ্ম-পত্রে জলবিন্দু চঞ্চল যেমন।
কনিষ্ঠ ভ্রাতার বধূ কন্যাসম জানি,
অগ্রজের বধূ মোরা মাতৃসম মানি।
অনুজের প্রিয়তমা যে করে হরণ,
নিশ্চয় জানিও তার অকালে মরণ।
অত্যাচারী বালী রাজা অতি পাপাচার,
ধর্ম্মের নিকটে তার নাহিক নিস্তার।
অচিরে হারাবে পাপী রাজ্য, সিংহাসন,
তুমিই হইবে রাজা স্থির কর মন।
যুক্তিপূর্ণ হিতকর বলিয়া বচন,
সুগ্রীবে আশ্বাস দেন অঞ্জনা-নন্দন।
তার নামে বীরবর কপি-সেনাপতি,
পরুষ বচন বলে মারুতির প্রতি।

বীর বলি খ্যাত তুমি পবন-নন্দন,
পরম পণ্ডিত, ধীর, নীতি-পরায়ণ।
সহস্র যোজন ব্যাপি তোমার শরীর,
অসীম সাহসী তুমি, তুমি মহাবীর।
গিরি কম্পবান সদা তব পদভরে,
সাগর লঙ্ঘিতে তুমি পার অকাতরে।
তব সম বীরবরে নাহি শোভা পায়,
কাপুরুষ-জনোচিত হীন মন্ত্রণায়।
অদৃষ্টে নির্ভর করে অক্ষম যে জন,
কর্ম্মবীর বলে কর্ম্ম সকল কারণ।
কর্ম্মের প্রত্যক্ষ ফল হেরি চরাচরে,
সুখ দুঃখ ভোগে জীব কর্ম্ম-অনুসারে।
শ্রমবলে করি কেহ বিদ্যা উপার্জ্জন,
সর্ব্বত্র পূজিত হয় বিদ্যার কারণ।
অযতনে যেই জন হারায় বিদ্যায়,
লোকে তারে মূর্খ বলে নানা কষ্ট পায়
যতনে কেহবা লভে নানাবিধ ধন,
অপব্যয়ে লক্ষ্মীছাড়া হয় কত জন।
ভুজবলে কোন বীর ধরণী কাঁপায়,
কেহবা রক্ষিতে নারে আপন জায়ায়।

কর্ম্মই প্রধান বলে যত সুধীজন,
দৈব দৈব বলে শুধু কাপুরুষগণ।
বালি-ভয়ে ভ্রমিতেছি ভীষণ কান্তারে,
ফল মূল খে'য়ে থাকি কভু অনাহারে।
পিতা, মাতা, দারা, সুত প্রিয় বন্ধুগণে,
হারাইয়া আছি হায়! এ বিজন বনে।
দিবা নিশি সহিতেছি ক্লেশ নানা মত,
তাহারাও সহিতেছে অত্যাচার যত।
বালি-করে তাহাদের জীবন সংশয়,
স্মরিলে সে সব কথা বিদরে হৃদয়।
অদৃষ্টে করিয়া ভর ভীরুর মতন,
নিশ্চেষ্ট থাকিলে হবে নিশ্চয় মরণ।
বীর বলি খ্যাত মোরা বীরের কুমার,
সমরে যুঝিব অরি করিব সংহার।
নতুবা সম্মুখ রণে ত্যজি কলেবর,
ত্রিদিবে ত্রিদশ সনে করিব সমর।
চল তবে বীরগণ চল ত্বরা করি,
আক্রমিব ভীমবেগে কিষ্কিন্ধ্যানগরী।
বীরমদে মাতি তার করেন গর্জ্জন,
ব্যাধের পেটিকা মাঝে ভুজঙ্গ যেমন।

নীরবিলে বীরবর কপি-সেনাপতি,
বলেন সঙ্গত বাক্য নল মহামতি।
যা বলিলে বীরবর! সত্য তা সকল,
বীরত্বই একমাত্র বীরের সম্বল।
সমরে অরাতি-পাত বীরের লক্ষণ,
অরিকে দেখায় পৃষ্ঠ কাপুরুষগণ।
কিন্তু পূর্ব্বে পরীক্ষিয়া বিপক্ষের বল,
তৎপরে উচিত হয় যে'তে রণস্থল।
বলীসহ দুর্ব্বলের নাহি সাজে রণ,
সমরে নিশ্চয় হয় দুর্ব্বল নিধন।
ফণীর সহিত ভেক যুঝিবারে নারে,
সাজে কি সমর কভু মূষিকে মার্জ্জারে?
কেশরীর সহ যুঝে শৃগাল যেমন,
বালি-সহ আমাদের সমর তেমন।
বালীর কি পরাক্রম জান ত সকলে,
তার তুল্য বীরবর নাহি ধরাতলে।
অম্লান বদনে বালী রাজা প্রতিদিন,
সসাগরা বসুন্ধরা করে প্রদক্ষিণ।
দুন্দুভি নামেতে ছিল দৈত্য মহাবল,
যার সনে না যুঝিল অতল, অচল।

তাহারে বধিয়া বালী বীর বিচক্ষণ,
নিক্ষেপিলা দেহতার শতেক যোজন।
বালি-সহ যুঝিবারে বিফল প্রয়াস,
সমরে নিশ্চয় বটে হবে সর্ব্বনাশ।
বালীর আশ্রয়ে মোরা হ'য়েছি পালিত,
বালি-অন্নে আমাদের দেহেতে শোণিত।
যেই করে পূজিয়াছি বালীর চরণে,
সেই করে তারে অস্ত্র হানিব কেমনে?
যেই তরু-তলে করি যামিনী যাপন,
কেমনে সে তরুমূল করিব কর্ত্তন?
আশ্রয়-দাতায় করে যে জন হনন,
অন্তিমে নিশ্চয় তার নরকে গমন।
যাবনা যাবনা আমি বালীর সমরে,
বরঞ্চ মরিব বনে হিংস্র জন্তু করে।
সুগ্রীব রাজার পদে মিনতি আমার,
অগ্রজের সহ রণ সাজেনা তোমার।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতা সম বলে সাধুগণ,
তাহার চরণে কর আত্ম-সমর্পণ।
চল সবে ধরি গিয়ে বালীর চরণে,
অবশ্য চাহিবে রাজা কৃপার নয়নে।

নলের বচনে সবে সাধু সাধু বলে,
লাফালাফি করে যত বানর সকলে।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন যতেক বানর,
বহু দিন পরে তারা ফিরে যাবে ঘর।
নীরবে শুনিয়া সব বীরের বচন,
বলিতে লাগিল নীল নীতি-পরায়ণ।
কেন এত কোলাহল আনন্দের ধ্বনি?
পে'য়েছ কি কেহ কোন মহামূল্য মণি?
অথবা কি দেখিয়াছ কদলীর বন?
সকলে করিছ নৃত্য হরষিত মন।
কিরূপে আনন্দ কর পড়িয়া সঙ্কটে?
জাননা কি আমাদের মরণ নিকটে?
শুনিলাম যা বলিল মন্ত্রী হনুমান,
শুনিয়াছি সেনানীর প্রত্যুত্তর দান।
শুনিলাম যা বলিল নল মহাশয়,
সমস্ত শুনিয়া মোর শিহরে হৃদয়।
অদৃষ্টে নির্ভর করি যদি চরি বনে,
নিশ্চয় বধিবে তবে হিংস্র জন্তুগণে।
অথবা বালীর সহ যদি করি রণ,
তাহ'লেও যাবে সবে শমন-সদন।

অনুনয় করি যদি বালী বীরবরে,
শুনিবে কি বালী রাজা দয়ার্দ্র-অন্তরে ?
ভুজঙ্গ কি ত্যজে ভেক কাতরে কাঁদিলে ?
শঙ্খিনী কি ছাড়ে ফণী কাকুতি করিলে ?
একটি উপায় আমি করিয়াছি স্থির,
বলি তবে শুন হেথা আছ যত বীর।
নীরবে নিশিতে মিলি সব বীরগণ,
একটি সুরঙ্গ মোরা করিব খনন।
ঋষ্যমূক পাদহ'তে বালি-অন্তঃপুরে,
অনায়াসে যে'তে যেন পারে সব বীরে।
গভীর নিশিতে বালী করিলে শয়ন,
একযোগে আক্রমিব বীর পঞ্চজন।
অস্ত্রহীন একা বালী যুঝিবে কেমনে ?
অবশ্য হইবে হত আমাদের রণে।
সুগ্রীব পাইবে পুনঃ রাজ্য-অধিকার,
সুখ-রবি বিনাশিবে দুখের আঁধার।
যদি বল হেন রণ সমুচিত নয়,
ছলে, বলে শত্রু নাশ রাজনীতি কয়।
সাধু-সহ কর সদা সাধু আচরণ,
শঠের সহিত কর শঠতা সাধন।

হিংস্রকে করিবে হিংসা, কৃতে উপকার,
এইত নীতির কথা বিদিত সংসার।
যে সময় যুক্তি করে বীর পঞ্চজন,
সুগ্রীব দেখেন দূরে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
দীর্ঘবাহু ধনুর্দ্ধর হেরি বীরদ্বয়ে,
ব্যথিত হইল অতি সুগ্রীব হৃদয়ে।
আকুল হইয়া বীর চারিদিকে চায়,
কি করিবে কোথা যাবে ভাবিয়া না পায়।
নয়নের নীরে তিতি ভীতি-কম্প-স্বরে,
সুগ্রীব বলেন দুঃখে যতেক বানরে।
বধিতে আমায় দেখ! বালী নিরদয়,
পাঠাইয়া দিল তার অনুচর দ্বয়।
করি চীর পরিধান ছলিতে আমারে,
ভ্রমণ করিছে দেখ! দুর্গম কান্তারে।
সশঙ্কিত কপিকুল সুগ্রীবে ঘেড়িল,
বিটপি-কোটরে কেহ ভয়ে লুকাইল।
কেহ ভাঙ্গে শাখি-শাখা কেহ তরুবরে,
লাফালাফি করে কীশ শিখরে শিখরে।
সুগ্রীবে কাতর হেরি সহ কপিগণ,
বলিতে লাগিল বক্তা পবন-নন্দন।

কি কারণে মহারাজ ! শঙ্কিত হৃদয় ?
ঋষ্যমূকে বালী হ'তে নাহি কোন ভয়।
যাহার কারণে কর অরণ্যে বসতি,
আসে নাই এই বনে সেই পাপমতি।
যে কারণে বীরদ্বয় আসিয়াছে বনে,
জানিয়া তৎপর হও কর্ত্তব্য-পালনে।
হনুর সঙ্গত বাক্য করিয়া শ্রবণ।
বলেন সুগ্রীব রাজা হিতার্থ বচন।
দীর্ঘবাহু ধনুর্দ্ধর হেরি বীরবরে,
কারনা উপজে ভয় হৃদয়-কন্দরে।
বালীর প্রেরিত মন্ত্রি ! হবে বীরদ্বয়,
সাধিতে তাহার হিত এসেছে নিশ্চয়।
বিশ্বাস ক'রনা কভু ইহাদের প্রতি,
পরম কপটি রিপু নিরদয় অতি।
বিশ্বাসের ভাণ করি সুযোগ বুঝিয়া,
স্বকার্য্য সাধন করে অরি বিনাশিয়া।
ছদ্মবেশী গুপ্তচর করিয়া প্রেরণ,
বিপক্ষের বলাবল জানে নৃপগণ।
দীনভাবে গিয়া তুমি ইঙ্গিতে আকারে,
জেনে এস বীরবর ! দুই বীরবরে।

তৃতীয় সর্গ।

রাজার আদেশে, ভিখারীর বেশে,
ধীরে ধীরে যায় পবন-সুত,
যথায় শ্রীরাম লোক-অভিরাম,
লক্ষ্মণ সুমতি, আয়ুধযুত।
হেরি ধনুর্দ্ধর, দুই বীরবর,
অঞ্জনা-কুমার ভাবিছে মনে ;
হবে বীরদ্বয়, রাজার তনয়,
অথবা তাপস, ভ্রমিছে বনে।
আকারে ইঙ্গিতে, বুঝি হেন চিতে,
নহে বনচারী, বালীর চর ;
বিবিধ বিধানে, পূজি দুই জনে,
বিনয়ে বলিছে বানর-বর।

কে তোমরা বীরবর! প্রিয়-দরশন ?
কি কারণে করিতেছ অরণ্যে ভ্রমণ ?
কিবা সুকুমার দেহ, কান্তি মনোহর,
রূপের প্রভায় যেন শোভিছে ভূধর।
শিরে শোভে জটাজুট, চীর পরিধান,
রিপু-গর্ব্ব-খর্ব্বকারী করে ধনুর্ব্বাণ।

নবদুর্ব্বাদল-শ্যাম বরণ সুন্দর,
নয়নের তৃপ্তিকর মুখ শশধর।
বৃষস্কন্ধ, হয়গ্রীব, ব্যূঢ় বক্ষস্থল,
আজানু-লম্বিত বাহু, চরণ কমল।
নাতি হ্রস্ব নাতি দীর্ঘ দেহের প্রমাণ,
জ্যোতিশ্চক্রে সমপ্রভ পুরুষ প্রধান।
একাকার দুই বীর শোভে অনুপম,
অশ্বিনীকুমার বলি মনে হয় ভ্রম।
দেবলোক হ'তে বুঝি আগত হেথায়,
অথবা কি রবি, শশী বিহরে ধরায়?
ভূধর-সাগর-মেরু-বেষ্টিত ভুবন,
অনায়াসে পার বীর! করিতে পালন
ব্রত-পরায়ণ, ধীর তপস্বীর বেশে,
কাননে ভ্রমণ কর কাহার উদ্দেশে?
বহিতেছে ঘন শ্বাস, ক্লান্ত কলেবর,
স্থির নেত্রে হেরিতেছ সুচারু ভূধর।
বড়ই বাসনা মনে জুড়াই জীবন,
ও চন্দ্র-বদনে শুনি মধুর বচন।
হনুমান নাম মম পবন-নন্দন,
সুগ্রীবের মন্ত্রী আমি এই নিবেদন।

হনুর বচন শুনি পুলকিত মনে,
লক্ষ্মণে বলেন রাম মধুর বচনে।
শুনরে লক্ষ্মণ ভাই! ত্যজ শোকভার,
এত দিনে কৃপা বুঝি হ'ল বিধাতার।
সুগ্রীবের তরে মোরা ভ্রমি বনে বনে,
মিলাইল বিধি তার মন্ত্রী হনুমানে।
পরমবিনয়ী, বীর, বক্তা বিচক্ষণ,
ইহার মধুর বাক্যে জুড়ায় জীবন।
ঋক, সাম, যজুর্ব্বেদে আছে অধিকার,
ব্যাকরণ, অলঙ্কারে পাণ্ডিত্য অপার।
নহিলে কেমনে বলে বিশুদ্ধ বচন,
একটিও অপশব্দ বলেনা কখন।
মুদ্রাদোষ একেবারে অপরিলক্ষিত,
কথাগুলি স্বল্পাক্ষর সুস্পষ্ট-নিঃসৃত।
কিবা পরিপাটী আহা! পদ-নির্ব্বাচন,
অর্থ বুঝাইয়া করে বিষয় জ্ঞাপন।
হেন দূত অধিকারে নাহি যে রাজার,
সুসম্পন্ন হয় কার্য্য কিরূপে তাহার?
আমাদের হিতকারী পবন-নন্দন,
স্নেহভরে কর তারে প্রিয় সম্ভাষণ।

শ্রীরামের আজ্ঞা পে'য়ে সুমিত্রা-কুমার,
বলিলেন হনুমানে বচন-সম্ভার।
সুগ্রীবের গুণ মোরা বিলক্ষণ জানি,
তার তরে ভ্রমিতেছি ঘোর অরণ্যানী।
তব সম বিজ্ঞ যার সচীব প্রধান,
পরম মহাত্মা তিনি অতি ভাগ্যবান।
তাহার আদেশে যাহা বল মহাশয়,
অবশ্য করিব তাহা জানিও নিশ্চয়।
দশরথ নামে নৃপ অযোধ্যার পতি,
পরম ধার্ম্মিক, বীর, গুণবান অতি।
বুধপ্রিয়, পরন্তপ, কোবিদ-প্রধান,
ভুবনে বিদিত তিনি বিরিঞ্চি সমান।
অগ্নিষ্টোম আদি নানা যজ্ঞ অনুষ্ঠানে,
পালিতেন নরনাথ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে।
দুর্ভিক্ষ, বঞ্চনা, চৌর্য্য, অকাল-মরণ,
নামে মাত্র ছিল সুধু অনৃত ভাষণ।
প্রজা পালিতেন রাজা পুত্রের সমান,
অরিও করিত সদা তাঁর যশোগান!
নানা গুণান্বিত ধীর সভাসদগণ,
নৃপতির শোভা সদা করিত বর্দ্ধন।

দশরথ ভূপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম,
সকল-আশ্রয় তিনি লোক-অভিরাম।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অতি শিষ্ট, করুণা-আধার,
সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্ম-অবতার।
সকলের পূজনীয়, পরহিতকারী,
পরম বিনয়ী, বীর, রাজ্য-অধিকারী।
নবদুর্ব্বাদল-শ্যাম রাম গুণবান,
চারু অঙ্গে রাজচিহ্ন দেখ বর্ত্তমান।
কোথা রাম রাজা হবে অযোধ্যা-ভবনে,
বিধির নির্ব্বন্ধে তিনি আসিলেন বনে।
রাম-পদ-কোকনদ সেবিবার তরে,
বনে আসিলাম আমি প্রফুল্ল অন্তরে।
করেন রাঘব-রমা রামানুগমন,
তপনের সহ প্রভা সায়াহ্নে যেমন।
রাঘবের গুণগ্রামে দাস হ'য়ে তাঁর,
মনসুখে করিতেছি অরণ্যে বিহার।
দশরথ সুত আমি সুমিত্রা-নন্দন,
রামের অনুজ বটে নামটি লক্ষ্মণ।
যথাবিধি পিতৃসত্য পালনের তরে,
ঐশ্বর্য্য-বিহীন হ'য়ে ভ্রমি বনান্তরে।

আমাদের অগোচরে সুযোগ বুঝিয়া,
কামরূপী রক্ষ নিল সীতায় হরিয়া।
বনে বনে নানা মতে করি অন্বেষণ,
কোথাও না পাইলাম সীতা-দরশন।
অবশেষে দনু নামে এক নিশাচর,
যেরূপ বলিল তাহা শুন বীরবর।
সীতায় হরিয়া নিল যেই পাপমতি,
তার সমাচার জানে সুগ্রীব ভূপতি।
রামের বৃত্তান্ত আমি করিনু বর্ণন,
সুগ্রীব-আশ্রয় মোরা যাচি এইক্ষণ।
লোকের শরণ্য যিনি জগতের পতি,
অর্থিগণে অর্থ দানে যিনি হৃষ্ট মতি।
মম গুরু ধর্ম্মভীরু সেই মহামনা,
সুগ্রীবের অনুগ্রহ করেন প্রার্থনা।
পৃথিবীর গুণবান যত রাজগণে,
তুষিতেন দশরথ রাজা সসম্মানে।
তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম ধার্ম্মিক সুজন,
কপিরাজ সুগ্রীবের যাচেন শরণ।
শোকার্ত্ত হইয়া রাম চাহেন আশ্রয়,
হবে কি সুগ্রীব রাজা প্রসন্ন-হৃদয়?

সজল নয়নে বীর সুমিত্রা-নন্দন
বলিলেন হনুমানে করুণ বচন।
আশ্বাসিয়া রামানুজে পবন-তনয়,
বলিলেন বীরদ্বয়ে বাক্য সুধাময়।
জুড়াল নয়ন মোর রূপ দরশনে,
শ্রবণ জুড়াল মোর মধুর বচনে।
পবিত্র হইনু আমি পবিত্র এ স্থল,
পবিত্র হইল আজি বানর সকল।
জিতেন্দ্রিয়, চারুশীল, ধর্ম্ম-পরায়ণ,
বিনয়, সৌজন্য যেন অঙ্গের ভূষণ।
অবশ্য সুগ্রীব রাজা মিত্রতা-বন্ধনে,
বান্ধিবেন বীরবর! তোমা দুই জনে।
তাহার সৌভাগ্যে হেথা করিলে গমন,
ধন্য আজ কপিরাজ ধন্য কপিগণ।
বালিসহ সুগ্রীবের বিরোধ ঘটিল,
বালীরাজা সুগ্রীবের বণিতা হরিল।
রাজ্য, সিংহাসন তার লইল কাড়িয়া,
অপমান করি শেষে দিল তাড়াইয়া।
সে অবধি মনোদুখে বানরের পতি,
বালি-ভয়ে করিতেছে কাননে বসতি।

কৃপাকরি চল এবে সুগ্রীব-সদনে,
সহায় হইবে রাজা সীতা-অন্বেষণে।
হনুর আশ্বাস-বাক্য করিয়া শ্রবণ,
শ্রীরামে বলেন হর্ষে সুমিত্রা-নন্দন।
শুন আর্য্য! যেইরূপ পুলকিত মনে,
বলিল মধুর কথা পবন-নন্দনে।
বুঝি তোমা হ'তে কোন কার্য্যসাধিবারে,
পাঠাইল কপিরাজ তার অনুচরে।
যদি পার তার হিত করিতে সাধন,
অবশ্য করিবে রাজা সীতা-অন্বেষণ।
শুভক্ষণে আসিয়াছি মোরা এইবনে,
নতুবাকি পাইতাম পবন-নন্দনে।
মারুতির বাক্য সত্য জানিও নিশ্চয়,
বীরগণ প্রাণান্তেও মিথ্যানাহি কয়।
অনন্তর ভিক্ষুরূপ করি পরিহার,
ধরিলেন হনুমান আপন আকার।
সঙ্গেকরি ধনুর্দ্ধর শ্রীরাম লক্ষ্মণে,
চলিলেন ঋষ্যমূকে ত্বরিত-গমনে।

চতুর্থ সর্গ।

পাঠাইয়া হনুমানে বানরের পতি
সুগ্রীব বসিয়া আছে বিষাদিত অতি।
আর কি যে ঘটে ভাগ্যে শেষে ভয়ঙ্কর,
ভাবিয়া আকুল হ'ল যতেক বানর।
একে অন্য মুখ পানে সকাতরে চায়,
ভাবনা ঘটেবা মৃত্যু গিরির গুহায়।
হেনকালে সঙ্গে করি শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
আসি উতরিল বীর পবন-নন্দন।
যথাবিধি কপিরাজে করিয়া সৎকার,
পুলকে বলেন তায় অঞ্জনা-কুমার।
রঘুকুল-মণি রাম লক্ষ্মণের সনে,
আসিলেন এই স্থানে তোমার সদনে।
দশরথ নৃপতির জ্যেষ্ঠপুত্র রাম,
সকল-মঙ্গলালয়, সর্ব্বগুণধাম।
পরমবিনয়ী, বীর অনুজ লক্ষ্মণ,
ভ্রাতৃহিতে করে যেই আত্ম-বিসর্জ্জন।
রাজসূয়, অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে,
গোদক্ষিণা দশরথ দিতেন ব্রাহ্মণে।

দেব দ্বিজ তুষিবারে সদা যার মন,
সত্যে যিনি করিতেন বসুধা শাসন।
পালিতে তাহার সত্য রাম মহামতি,
বনে বনে ভ্রমি সদা ভোগেন দুর্গতি।
বিধির বিধান কভু খণ্ডান না যায়,
রাবণ হরিল সীতা রাম-বনিতায়।
বিপদে পড়িয়া রাম যাচেন শরণ,
রাঘবের সনে কর বন্ধুত্ব স্থাপন।
মারুতির বাক্য শুনি কপি-কুল-পতি
প্রীতিভরে ধরিলেন প্রিয়রূপ অতি।
পাদ্য, অর্ঘ নিয়া পূজি শ্রীরাম লক্ষ্মণে,
বলিলেন কপিরাজ বিনয়-বচনে।
হনুর নিকটে আমি করিনু শ্রবণ,
রঘুনাথ! তোমাদের সব বিবরণ।
দয়ার সাগর তুমি নানা গুণান্বিত,
ধর্ম্ম-পরায়ণ, বীর, জগত-পূজিত।
বনের বানর আমি তুমি নরপতি,
মম সহ মৈত্রীভাব তব দয়া অতি।
তোমার বন্ধুত্বে ছার কামিনী, কাঞ্চন,
রামমিত্র তুচ্ছ করি নন্দন কানন।

পশুপ্রতি কৃপা যদি কর রঘুবর!
বাহুপ্রসারিয়া দিনু দেও করে কর।
সুগ্রীবের কর ধরি পুলকিত মনে,
তুষিলেন রাম তারে গাঢ় আলিঙ্গনে।
হনুমান করি দুই কাষ্ঠ সংঘর্ষণ,
প্রীতমনে করিলেন অগ্নি উৎপাদন।
ফুলদলে অগ্নিদেবে অর্চ্চনা করিয়া,
উভয়ের মধ্যস্থলে দিলেন রাখিয়া।
প্রদক্ষিণ করি দোঁহে দীপ্ত হুতাশন,
পরস্পর করিলেন মৈত্রী সংস্থাপন।
দোঁহে দোঁহাকার পানে অনিমিষ চায়,
অন্য কিছুতেই যেন শান্তি নাহি পায়।
শ্রীরাম সুগ্রীবে হ'লে মৈত্রী সংঘটন,
রামপ্রিয়া জানকীর কমল-নয়ন,
রাক্ষসের রক্তআঁখি প্রদীপ্ত অনল,
বামেতে নাচিল বালি-নয়ন পিঙ্গল।
অনন্তর হৃষ্টমনে বানরের পতি,
বলেন বিনয় বাক্য শ্রীরামের প্রতি।
আজি হ'তে রঘুরাজ! জানিও নিশ্চয়,
তব দুঃখে মম দুঃখ সুখে সুখোদয়।

যত দিন দেহে মম থাকিবে জীবন,
যথাসাধ্য তব হিত করিব সাধন।
আজি নিরদয় বালী আমাকে বঞ্চিয়া,
প্রাণপ্রিয়া বণিতায় নিয়াছে হরিয়া।
রাজ্য হ'তে তাড়াইয়া দিয়াছে আমারে,
তার ভয়ে ভ্রমিতেছি ভীষণ কান্তারে।
অভাগার ভয় দূর কর রঘুপতি!
নাহি যেন সহি আর এ ঘোর দুর্গতি।
সুগ্রীবের সকরুণ শুনিয়া বচন,
মৃদুহাসি বলিলেন কৌশল্যা-নন্দন।
জানি আমি মিত্রতার ফল উপকার,
আজি হ'তে বালি-ভয় ঘুচিল তোমার।
নিশ্চয় বধিব আমি বালী দুরাত্মায়,
যখন হরিল পাপী অনুজ-জায়ায়।
তপন-সঙ্কাশ এই সুশানিত শর,
অমোঘ, অশনিসম, কৃতান্ত-কিঙ্কর,
ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের সম গরজন ক'রে,
আক্রমিবে ভীমবেগে বালী বীরবরে।
দেখিবে পাপীর মুণ্ড চুম্বিবে ভূতল,
তাহার শোনিতে সিক্ত হবে রণস্থল।

শ্রীরামের হিতকর শুনিয়া বচন,
বলেন সুগ্রীব তায় পুলকিত মন।
যে কারণে সখে! তুমি আসিয়াছ বনে,
বলিল আমার মন্ত্রী পবন-নন্দনে।
একাকী রাখিয়া যবে গেলা বনান্তরে,
সীতায় হরিয়া নিল এক নিশাচরে।
জটায়ু তাহার সনে যুঝিল বিস্তর,
তারে পরাজিয়া পাপী চলিল সত্বর।
বিচ্ছেদ-সাগরে রক্ষ ফেলেছে তোমায়,
ইহা হ'তে মুক্ত তুমি হইবে ত্বরায়।
সীতায় আনিয়া দিব তব সন্নিধানে,
আকাশে কি রসাতলে থাকুন যেখানে।
বিষাক্ত আহার সীতা কেবা জীর্ণ করে?
দেবাসুর কিবা রক্ষ, নর কি বানরে।
অনুমানে বুঝিলাম তিনি তব প্রিয়া,
রথে করি ল'য়ে যায় রাক্ষসে হরিয়া।
'হা রাম! লক্ষ্মণ!' বলি করেন রোদন,
নয়নের নীরে ভাসে সুচারু বদন।
পর্ব্বত উপরে হেরি আমা পঞ্চ জনে,
নিক্ষেপিলা সীতাদেবী অঙ্গ-আভরণে।

রেখেছি যতনে আমি সেই সমুদয়,
এখন আনিতে পারি যদি আজ্ঞা হয়।
সুগ্রীবে বলেন রাম যাও কপীশ্বর,
সীতার ভূষণ আনি দেখাও সত্বর।
তখন সুগ্রীব রাজা রামের আজ্ঞায়,
মুহূর্ত্তে প্রবেশি এক নিবিড় গুহায়,
উত্তরীয়, অলঙ্কার করি আনয়ন,
প্রীতিভরে করিলেন শ্রীরামে অর্পণ।
সীতার ভূষণ রাম হৃদয়ে ধরিয়া,
কাতরে কাঁদেন বীর 'হা প্রিয়ে' বলিয়া
নয়নের নীরে তাঁর বদন ভাসিল,
হিমজালে হিমাংশুরে যেন আচ্ছাদিল।
সঘন নিশ্বাস ছাড়ে রাম রঘুবর,
বিবর-মাঝারে যথা ক্রুদ্ধ বিষধর।
নিকটে হেরিয়া বীর অনুজ লক্ষ্মণে,
বলিলেন রঘুনাথ কাতর বচনে।
দেখ বৎস! জানকীর ভূষণ সকল,
পায়ের নূপুর আর কেয়ূর কুণ্ডল।
অবিকল সেইরূপ পূর্ব্বের মতন,
বোধ হয় তৃণক্ষেত্রে করেছে ক্ষেপণ।

শ্রীরামে বলেন বীর সুমিত্রা-কুমার,
নূপুর দেখেছি আমি চরণে সীতার।
জানি না কেয়ূর আমি কুণ্ডল কেমন,
নূপুর দেখেছি আমি প্রণমি যখন।
সুগ্রীবে বলেন রাম বলহে! আমায়,
জানকী লইয়া রক্ষ লুকাল কোথায়।
কোথায় বসতি করে, বিক্রম কেমন?
বল বল বল সখে! তার বিবরণ।
যে আমারে ফেলিয়াছে বিপদ-পাথারে,
বধিব রাক্ষস কুল বধিব তাহারে।
সীতা শোকে সীতানাথে হেরিয়া কাতর,
কৃতাঞ্জলি-পুটে বলে বানর-ঈশ্বর।
জানি না কোথায় বাস করে দুরাচার,
নাহি জানি বলবীর্য্য, কুল পাপাত্মার।
এই মাত্র জানি নীচ, জঘন্য সে অতি,
নতুবা কি ছলে হরে পতি-প্রাণা সতী?
কিন্তু এ প্রতিজ্ঞা মম কৌশল্যা-কুমার,
নিশ্চয় করিব আমি সীতার উদ্ধার।
সবংশে বধিয়া আমি দুষ্ট দশাননে,
জানকী আনিয়া দিব তোমার চরণে।

ধৈর্য্যধর রঘুরাজ ! ত্যজ শোক-ভার.
বুদ্ধি-ভ্রংশকারী শোক সাজে কি তোমার ?
আমিও পতিত সখে ! বিরহ-পাথারে,
জীবন বাচায়ে আছি ধৈরজ-সাঁতারে।
বনের বানর আমি শোক নাহি করি,
তুমি কেন কর শোক হয়ে নরহরি ?
দর দর ঝরিতেছে যুগল নয়ন,
ধৈর্য্যবলে কর সখে ! অশ্রু সম্বরণ।
বিপদে বেষ্টিত হয়ে যেবা ধৈর্য্যধরে,
সুধীর বলিয়া তারে সবে খ্যাতি করে।
সঙ্কট-সাগড়ে পরি যে হয় হতাশ,
নিশ্চয় জানিও তার ঘটে সর্ব্বনাশ।
সখ্যভাবে বলিলাম তোমায় এ সব,
উপদেশ নহে ইহা জানিও রাঘব।
সুগ্রীবের সুমধুর শুনিয়া বচন,
প্রকৃতিস্থ হইলেন কৌশল্যা-নন্দন।
প্রীতিভরে কপিরাজে আলিঙ্গন করি,
বলেন মধুর কথা রক্ষকুল-অরি।
হিতাকাঙ্ক্ষী প্রিয়তম বন্ধুর মতন,
কর্ম্ম আজি সম্পাদিলে তুমি হে রাজন।

বিপদে দুর্লভ,ঘটে হেন মিত্রবর,
যার অনুনয়ে মোর জুড়াল অন্তর।
সীতা-অন্বেষণ আর রাক্ষস নিধন,
এ দুই বিষয়ে যত্ন করিবে এখন।
আমিও তোমার শত্রু করিব সংহার,
সত্যই জানিও সখে! নহে অহঙ্কার।
কি কারণে তোমাদের বিরোধ ঘটিল?
কেন বালী রাজ্য হ'তে তোমা তাড়াইল?
বিস্তারিয়া বল সখে! সব বিবরণ,
শুনিয়া করিব আমি কর্ত্তব্য-পালন।
শ্রীরামের অঙ্গীকারে পুলকিত মনে,
সুগ্রীব তোষেণ রামে বিনয়-বচনে।
যাহার পরম বন্ধু কমল-লোচন,
অমরের প্রিয়পাত্র নিশ্চয় সেজন।
তোমার সাহায্যে সখে! স্বরাজ্য কি ছার,
দেব রাজ্য হ'তে পারে আয়ত্ত আমার।
স্বজনের পূজনীয় হইবে নিশ্চয়,
যখন আমার সখা রাম দয়াময়।
শুন এবে রঘুনাথ! করিব বর্ণন,
আমাদের মনান্তর ঘটে যে কারণ।

হেমমালী বালী জ্যেষ্ঠ সোদর আমার,
পরম স্নেহের পাত্র ছিলেন পিতার।
পিতা মোর পরলোক করিলে গমন,
জ্যেষ্ঠ বলি রাজ্য তারে দেয় মন্ত্রিগণ।
চিরকাল ছিনু আমি তার পদানত,
বালী'ও দেখিত মোরে তনয়ের মত।
মায়াবী নামেতে ছিল দৈত্য ভয়ঙ্কর,
দুন্দুভির জ্যেষ্ঠ পুত্র সেই বীরবর।
গভীর নিশিতে যবে নিদ্রিত সকলে,
মায়াবী কিষ্কিন্ধ্যা দ্বারে আসি হেনকালে,
ভীষণ হুঙ্কার ছাড়ি মহাক্রোধ ভরে,
বালীরে আহ্বান করে যুঝিতে সমরে।
নিষেধ না মানে বালী চলিল সমরে,
পশ্চাতে চলিনু আমি সাহায্যের তরে।
মহারোষে বালী রাজা তারে আক্রমিল,
মায়াবী অসুর ভয়ে দূরে পলাইল।
সম্মুখে হেরিয়া এক বিস্তীর্ণ বিবর,
প্রবেশিল তার মাঝে মায়াবী সত্বর।
দ্বারদেশে বীরবর রাখিয়া আমায়,
বিবরে প্রবেশে রোষে বালী মহাকায়।

সম্বৎসর বিলদ্বারে আছি দাঁড়াইয়া,
তথাপিও বালীরাজা না আসে ফিরিয়া।
এইরূপে বহুকাল হইলে অতীত,
দেখিলাম বিল হ'তে বহিতে শোণিত।
অসুরের বীরনাদ করিনু শ্রবণ,
নাহি শুনিলাম আমি বালীর গর্জ্জন।
তখন ভাবিয়া মনে বালীর সংহার,
শিলাখণ্ডে রোধিলাম সেই বিলদ্বার।
শোকাকুল মনে তার তর্পণ করিয়া,
ফিরিলাম কিষ্কিন্ধ্যায় দুঃখিত হইয়া।
বালীর বৃত্তান্ত আমি করিনু গোপন,
কিন্তু পরিশেষে সব শুনি মন্ত্রিগণ।
একমত হ'য়ে সবে পৌরগণ সনে,
বরণ করিল মোরে রাজ্য-সিংহাসনে।
তদবধি করিতাম রাজত্ব শাসন,
পুত্র সম পালিতাম যত প্রজাগণ।
হেনকালে বালীরাজা বিনাশিয়া অরি,
ভীমবেগে প্রবেশিল কিষ্কিন্ধ্যানগরী।
সিংহাসনে উপবিষ্ট হেরিয়া আমায়,
ক্রোধভরে মন্ত্রিগণে বান্ধিল ত্বরায়।

সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া করিনু সম্মান,
কিন্তু বালী না করিল আশীর্ব্বাদ দান।
কিরীট তাহার পদে করিনু স্থাপন,
অপ্রসন্ন হ'ল বালী ক্রোধ-নিবন্ধন।
করজোড়ে সবকথা বলিনু কাতরে,
কিছুতেই বালী রাজা রোষ না সম্বরে।
বলিলাম তার দাস হ'য়ে নিরন্তর,
ধারণ করিব ছত্র, ঢুলাব চামর।
যত করি অনুনয় সে করে গর্জ্জন,
ক্রোধে কাঁপে কলেবর, আরক্ত নয়ন।
মন্ত্রী, প্রজা, পৌরগণ সবে ডাকাইয়া,
তাড়াইয়া দিল মোরে ভর্ৎসনা করিয়া।
বল করি ভার্য্যা মম করিল হরণ,
তার ভয়ে ভূমণ্ডল করি পর্য্যটন।
অবশেষে ঋষ্যমূকে নিয়েছি আশ্রয়,
এই স্থানে বালী হ'তে নাহি কোন ভয়
তোমায় বলিনু সখে! সব বিবরণ,
বিনা দোষে সহিতেছি হেন বিড়ম্বন!
সুগ্রীবের সকরুণ বচন শুনিয়া,
বলিলেন দাশরথি তারে আশ্বাসিয়া।

এইযে বরজ সম সুশানিত শর,
পড়িবে ভীষণ বেগে বালীর উপর।
যাবত তাহার আমি না পাই দর্শন,
জে'ন মিত্রবর! তার তাবত জীবন।
নিশ্চয় তোমায় আমি করিব উদ্ধার,
অচিরে পাইবে তুমি রাজ্য, পরিবার।
শ্রীরামের তেজস্কর হিতার্থ বচনে,
সুগ্রীব বলেন তায় হরষিত মনে।
ক্রোধাবিষ্ট হ'লে তুমি কাঁপে ত্রিভুবন.
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে তব বহে প্রভঞ্জন।
যুগান্তকালীন সূর্য্য-সম-তীক্ষ্ণ শরে,
দহন করিতে পার বিশ্ব-চরাচরে!
বালীর বিক্রম এবে করিব বর্ণন,
কৃপা করি শুন বীর! কৌশল্যা-নন্দন
পশ্চিম সাগর হ'তে পূরব সাগরে,
দক্ষিণ পয়োধি হ'তে উত্তর পাথারে,
অবিশ্রান্ত বালী রাজা করিয়া ভ্রমণ,
প্রত্যুষে জলধি জলে করে আচমন।
অতি উচ্চ শৈল-শৃঙ্গ কন্দুকের মত,
ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপিয়া পুনঃ ধরে অবিরত।

আপনার বলবীর্য্য পরীক্ষার তরে,
ভাঙ্গে অন্তঃসার যুক্ত যত তরুবরে।
দুন্দুভি নামেতে ছিল দৈত্য ভয়ঙ্কর,
কৈলাস-শিখর-প্রভ সেই বীরবর।
সহস্র হস্তির বল করিত ধারণ,
বরলাভে বীর্য্যমদে করিয়া গর্জ্জন।
গমন করিল বীর যুঝিতে সাগরে,
ভীত হ'য়ে পয়োনিধি বলিল কাতরে।
"মহারণ্যে আছে গিরি নাম হিমালয়,
শঙ্কর শ্বশুর সেই মহর্ষি-আশ্রয়।
যাও ত্বরা করে বীর। তাহার সদনে।
নিশ্চয় যুঝিবে গিরি তবসহ রণে।"
সাগরে হেরিয়া দৈত্য সমরে কাতর,
হিমালয় গিরিবরে চলিল সত্বর।
সিংহনাদ করি বীর উঠিয়া অচলে,
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা নিক্ষেপে ভূতলে
শান্তমূর্ত্তি হিমাচল বলিল কাতরে।
"তাপস আশ্রয় আমি অপটু সমরে।
কিষ্কিন্ধ্যায় বালী নামে আছে কপীশ্বর,
তার সনে যেয়ে রণ কর বীরবর।"

দুন্দুভি অসুর শুনি গিরির বচন,
ভীষণ মহিষ-রূপ করিল ধারণ।
সজল-জলদ যথা বরিষার কালে,
বায়ুভরে মহাবেগে ধায় নভঃস্থলে।
সেইরূপ ভীমবেগে সেই বীরবর,
ধাইল কিষ্কিন্ধ্যা পানে সক্রোধ-অন্তর।
দুন্দুভির মত নাদ করি রোষ ভরে,
ভূতল কাঁপায়ে বীর প্রবেশে নগরে।
বালীর সুরম্য হর্ম্ম্য করে বিচূরণ,
খুরের প্রহারে কভু ধরা বিদারণ।
সে সময় বালী রাজা ছিল অন্তঃপুরে,
দুন্দুভির বীরনাদ সহিতে না পে'রে।
পিতৃদত্ত স্বর্ণহার করিয়া ধারণ.
দুন্দুভির সহ রণে যুঝিল তখন।
দুই বীরে ঘোরতর বাঝিল সমর.
নমুচির সহ যুঝে যথা পুরন্দর।
কভু দুন্দুভির কভু বালীর পতন,
এইরূপে বীরদ্বয় করে ঘোর রণ।
অবশেষে দুন্দুভিরে বালী মহাকায়.
ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপিয়া জোরে ফেলিল ধরায়।

যেমনি পড়িল দৈত্য অমনি মরিল,
নাসাকর্ণ দিয়া তার রুধির ছুটিল।
দুন্দুভির মৃত দেহ করি উত্তোলন,
নিক্ষেপিলা বালী তায় শতেক যোজন।
মহিষের মৃতদেহ পর্ব্বতের মত,
মাতঙ্গের আশ্রমেতে, হইল পতিত।
রুধিরেতে অপবিত্র হ'ল মুনিবর,
ক্রোধের অনলে তার দহিল অন্তর।
সবিশেষ জানি মুনি ধ্যানস্থ হইয়া,
করিলেন অভিসাপ কুপিত হইয়া।
"এহেন গর্হিত কাজ করিল যে জন,
আমার আশ্রমে এলে মরিবে সেজন।"
এথায় আসিলে বালী মরিবে নিশ্চয়,
এই হেতু ঋষ্যমূকে নিয়েছি আশ্রয়।
দেখ সখে! দুন্দুভির কঙ্কাল সকল,
একটি একটি যেন প্রকাণ্ড অচল।
এই যে বিশাল সপ্ত তাল তরুবর,
এক কালে বিন্ধেছিল বালী বীরবর।
বালীর বিক্রম এবে করিনু বর্ণন,
কেমনে তাহারে সখে! করিবে নিধন।

সহাস্যে সুগ্রীবে বলে সুমিত্রা-তনয়,
কি হইলে বালি-বধে করিবে প্রত্যয়।
মৃত মহিষের অস্থি করি উত্তোলন,
পারেন শ্রীরাম যদি শতেক যোজন
নিক্ষেপিতে; এই সপ্ত তাল তরুবরে
বিন্ধিতে পারেন যদি রাম এক শরে,
তাহা হ'লে বালী হত জানিব নিশ্চয়,
এত বলি নিরবিলা তপন-তনয়।
দুন্দুভির শুষ্ক দেহ সহস্র যোজন,
বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে নিক্ষেপিলা জানকী-জীবন।
ইহা হেরি ফুল্ল মনে বানরের পতি,
বলেন বিনয় বাক্য শ্রীরামের প্রতি।
ক্লান্ত হ'য়ে বালী রাজা নিক্ষেপিলা দূরে,
রসার্দ্র মাংসল এই ভীষণ অসুরে।
অতি শুষ্ক তৃণতুল্য হয়েছে এখন,
তাই তুমি অনায়াসে করিলে ক্ষেপন।
নিহত হইবে বালী তোমার সমরে,
পার যদি বিন্ধিবারে তাল এক শরে।
অথবা ইহাতে মম কিবা প্রয়োজন,
মম পক্ষে প্রিয় যাহা কর সম্পাদন।

জ্যোতিষ্কের মধ্যে যথা শোভে দিবাকর,
অচল মাঝারে যথা হিমগিরিবর।
চতুষ্পদ মাঝে যথা শোভে মৃগপতি,
নরমাঝে তুমি তথা অগতির গতি।
সুগ্রীবের বাক্যে বীর রাম রঘুবর,
শরাসনে যোজিলেন অতি তীক্ষ্ণ শর।
ধনুর টঙ্কার শব্দে কাঁপায়ে অবনী,
তাল লক্ষ্য করি বাণ ত্যজে রঘুমণি।
সুবর্ণ-খচিত ইষু বিন্ধি সপ্ততালে,
পর্ব্বত ভেদিয়া শেষে প্রবেশে পাতালে।
সাধিয়া প্রভুর কাজ সেই দিব্য শর,
মুহূর্ত্তে প্রবেশে পুনঃ তূণীর ভিতর।
সপ্ততাল বিদ্ধ হেরি বিস্মিত সকলে,
নাচিল বানর-বৃন্দ জয় রাম ব'লে।
বালি-বধে সুগ্রীবের সন্দেহ ঘুচিল,
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি রামে সুগ্রীব বলিল।
দূরে থা'ক বালী রাজা তুমি শরানলে,
দহন করিতে পার দেবতা সকলে!
একমাত্র শরে তুমি বিন্ধি সপ্ততাল,
বিদারিলে অনায়াসে পর্ব্বত, পাতাল।

তোমার সমরে সখে! কে পারে তিষ্ঠিতে,
বরুণ, বাসবে তুমি পার পরাজিতে।
তব সম মিত্র লাভে শোক দূর হ'ল,
প্রীতি-সুধারসে মম হৃদয় পূরিল।
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে এবে করি নিবেদন,
মম শক্র বালী রাজে বধ এইক্ষণ।
প্রীতিভরে সুগ্রীবেরে করি আলিঙ্গন,
বলিলেন রঘুনাথ মধুর বচন।
চল সখে! ঋষ্যমূক হ'তে কিষ্কিন্ধ্যায়,
আজিই বধিব আমি বালী পাপাত্মায়।
তুমি যে'য়ে কর তারে সমরে আহ্বান,
তৎপরে উচিত যাহা করিব বিধান।
শ্রীরামের বাক্য শুনি পুলকিত মনে,
কিষ্কিন্ধ্যায় চলিলেন সব বীরগণে।
লুকা'য়ে রহিল রাম, সুমিত্রা-নন্দন,
সুগ্রীব প্রবেশে রোষে কিষ্কিন্ধ্যা-ভবন।



পঞ্চম সর্গ।

বানরের রাজধানী কিষ্কিন্ধ্যানগর,
নানা-দ্রুম-লতাকীর্ণ অতি মনোহর।
সুরস সুপক্ক ফলে শোভে তরুগণ,
সুবাসিত ফুল্ল ফুলে নানা উপবন।
কলকণ্ঠে বিহগেরা সুমঙ্গল গায়,
অলির ললিত রবে শ্রবণ জুড়ায়।
নানা বন, শৈলরাজি, শ্যামল প্রান্তর,
নদ, নদী শোভিতেছে স্বচ্ছ সরোবর।
যে দিকে ফিরাই আঁখি জুড়ায় পরাণ,
প্রকৃতির অতি প্রিয় রমনীয় স্থান।
লম্বোদর মহাকায় শাখামৃগগণ,
ডালে ডালে মনসুখে করে আস্ফালন।
কতগুলা শাখি-শাখে র'য়েছে ঝুলিয়া,
কেহবা খেলিছে সুখে শাবক লইয়া।
হাটে, মাঠে, রাজপথে বানরের দল,
গগন বিদারি করে ভীম কোলাহল।
নগরের মাঝে শোভে বালীর আলয়,
মরতে স্বরগপুর হেন মনে লয়।

দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরে ঘেড়া চারিদিক তার,
চতুর্দ্দিকে অর্গলিত শোভে চারি দ্বার।
প্রকাণ্ড প্রস্তর, শর, যন্ত্র অগণিত,
স্তূপাকারে দ্বারে দ্বারে র'য়েছে সজ্জিত।
যেন অনায়াসে পারে করিতে বারণ,
বিপক্ষে করিলে কভু পুরী আক্রমণ।
অগাধ পরিখা এক শোভে অতঃপর,
মীন, কূর্ম্ম, নক্র তায় চরে নিরন্তর।
তার মাঝে চারি সেতু যন্ত্রে সুরক্ষিত,
শত্রু-সৈন্য যন্ত্র-বলে হয় নিপতিত।
অভ্রভেদী, শুভ্রকায়, সুবিস্তৃত গড়,
পাষাণ-নির্ম্মিত, দৃঢ়, অতি মনোহর।
চূড়ায় শোভিছে ধ্বজা কাঁপিছে পবনে,
প্রবেশিতে নিষেধিছে যেন রিপুগণে।
দুর্গের সম্মুখে শোভে প্রকাণ্ড প্রান্তর,
হয়-গজ-রথে পরিপূর্ণ নিরন্তর।
কোথায় র'য়েছে খাদ্য, কোথায় বাসন,
কোথায় বিবিধ যন্ত্র, নানা প্রহরণ।
মাঝখানে বিরাজিত প্রকাণ্ড বাজার,
যথায় সুলভে ঘটে সামগ্রী-সম্ভার।

গড়ের পশ্চাতে শোভে বালি-নিকেতন,
চারুতায় অবহেলে সুরেশ-ভবন।
সম্মুখেতে সিংহদ্বার নয়ন রঞ্জিয়া,
অটল অচল প্রায় আছে দাঁড়াইয়া।
সুকৌশলে করা তায় কারুকার্য্য নানা,
নানা যন্ত্রে সুললিত বাজিছে বাজনা।
কৃতান্তসমান ভীম দৌবারিকগণ,
খড়্গ হস্তে দাঁড়াইয়া আছে অনুক্ষণ।
অতঃপর শোভে পুরী সুবর্ণ-নির্ম্মিত,
বিবিধ রতন তায় র'য়েছে খচিত।
স্থপতি কুলের গর্ব্ব হরণের তরে,
গড়িয়াছে দেবশিল্পী অভিমান-ভরে।
মণির আভায় দীপ্ত দিব্য নিকেতন,
সুধাংশুর সুপ্রকাশে শর্ব্বরী যেমন।
স্ফটিক-নির্ম্মিত সভা খচিত রতনে,
মণ্ডিত র'য়েছে জাতরূপ-আস্তরণে।
মণিময় স্তম্ভ ঢাকা কণকের জালে,
সুবাসিত ফুলহার শোভিতেছে গলে।
গজদন্ত-বিনির্ম্মিত মূরতি সুন্দর,
জীবন্ত মানব প্রায় শোভে মনোহর।

তারকা-মণ্ডিত নীল আকাশের প্রায়,
ঊর্দ্ধে শোভে চন্দ্রাতপ সাজি মুকুতায়।
সুরঞ্জিত আলোদানি র'য়েছে ঝুলিয়া,
আলো বিনা দিপ্তী করে নয়ন ধাঁধিয়া।
মরকত সিংহাসনে কেশরীর প্রায়,
সগৌরবে উপবিষ্ট বালী মহাকায়।
কনক-কিরীট শিরে হীরকে খচিত,
মহামূল্য পরিচ্ছদে শরীর আবৃত।
সুচিত্রিত ছত্র ধ'রে আছে ছত্রধর,
দোলায় কিঙ্করগণ বিচিত্র চামর।
বন্দিগণে সুমধুর স্তুতিগান গায়,
দৌবারিক দাঁড়াইয়া যমদূত প্রায়।
পাত্র, মিত্র, সভাসদ নীরবে বসিয়া,
ভূপতির মুখপানে র'য়েছে চাহিয়া।
কারপানে চান রাজা কৃপার নয়নে,
কাহারে তোষেন তিনি মধুর বচনে।
ক্ষোভিত করেন কারে ভ্রূভঙ্গি-সঞ্চারে,
এই চিন্তা জাগরূক সবার অন্তরে।
হেনকালে আচম্বিতে ভীষণ গর্জ্জন,
কাঁপিল সভাস্থ সবে করিয়া শ্রবণ।

সজল-জলদ বুঝি বিদারি অম্বর,
পবন-সহায়ে করে নাদ ভয়ঙ্কর।
অরাতির সিংহনাদ করি অনুমান,
বাহিরিল ক্রোধে বালী শমন-সমান॥
সুগ্রীবে হেরিয়া রাজা সহ কপিগণ,
মহারোষে বলিলেন পরুষ বচন।
কেনরে অবোধ তুই! আইলি মরিতে?
জম্বুক হইয়া চাস্ শার্দ্দূলে যুঝিতে?
আতুর হইয়া চাস্ লঙ্ঘিতে সাগর,
বামন হইয়া চাস্ ধরিতে অম্বর?
পরাণ লইয়া দুষ্ট পলারে সত্বরে,
অনুজ আমার তুই বধিবনা তোরে।
বালীর বচন শুনি সুগ্রীব তখন,
ক্রোধভরে বলিলেন কর্কশ বচন।
বিনাদোষে রাজ্যে মোরে করিয়া বঞ্চনা
তাড়াইলে অবশেষে করিয়া ভর্ৎসনা।
অনুজ-জায়ারে তব করিলে হরণ,
এর প্রতিফল পাপি! পাইবে এখন।
ঘুচাব ভবের জ্বালা আজিকার রণে,
পুণ্যের হইবে জয় পাপের নিধনে।

সুগ্রীবের বাক্যে বালী অগ্নিসম জ্বলে,
প্রহার করেন তারে আক্রমিয়া বলে।
সুগ্রীবের অঙ্গ হ'তে রুধির ছুটিল,
ভূধর হইতে যেন নির্ঝর ঝরিল।
তখন সুগ্রীব অতি কুপিত অন্তরে,
মহারোষে উপারিয়া শাল তরুবরে॥
বালীর উপরে তাহা করেন ক্ষেপণ,
গিরির উপর যেন অশনি-পতন।
বিটপি-প্রহারে বালী হইল কাতর,
ভারাক্রান্ত তরি যথা অর্ণব ভিতর।
সমকক্ষ বীরদ্বয় যুঝে তুল্য বলে,
বুধ সহ কুজ যথা গগণ-মণ্ডলে।
অথবা বৃত্রের সহ বাসব যেমন,
সেইরূপ বীরদ্বয় করে ঘোররণ।
মহারোষে বালী রাজা মুষ্টির প্রহারে
কাতর করিল শেষে তপন-কুমারে।
সুগ্রীব পরাস্ত হ'য়ে করে পলায়ন,
করেন বিরাজ যথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
লজ্জিত সুগ্রীব অতি হারিয়া সমরে,
অধোমুখে দীন বাক্য বলে রঘুবরে।

আমায় বিক্রম সখে! দেখা'লে বিশেষ,
বালী সহ যুঝিবারে দিলে উপদেশ।
তাহারে বধিবে বলি দিব্য শরজালে,
বিপরীত দেখাইলে সখে! কার্য্যকালে।
সহিনু শত্রুর করে ভীষণ প্রহার,
উপযুক্ত ব্যবহার এই কি তোমার?
সুগ্রীবে বলেন রাম প্রবোধ বচন,
অকারণ ক্রোধ সখে! কর সম্বরণ।
যে কারণে হানি নাই কালান্তক শর,
বলি এবে শুন বীর! বানর-ঈশ্বর।
তোমাদের উভয়ের আকার যেমন,
গতি. কান্তি, স্বর, দৃষ্টি, বিক্রম তেমন।
এইরূপ সৌসাদৃশ্যে হইয়া মোহিত,
প্রাণান্তক শরত্যাগে হইনু শঙ্কিত।
পাছে তুমি হত হও শর-নিক্ষেপণে,
এরূপ সন্দেহ মম উপজিল মনে।
না জানিয়া প্রিয় সখে! বধিলে তোমায়,
চপল বালক জ্ঞান করিবে আমায়।
বিশেষতঃ আশ্রিতকে করিলে হনন,
অন্তিমে নিশ্চয় ঘটে নরকে গমন।

যাও সখে ! পুনর্ব্বার নির্ভয়ে সমরে,
দ্বন্দ্বযুদ্ধে যুঝ যে'য়ে বালী বীরবরে।
এইরূপ কোন চিহ্ন করিবে ধারণ,
চিনিতে তোমায় যেন পারি বিলক্ষণ।
মুহূর্ত্তে বধিব আমি সায়ক-প্রহারে,
ভূতলে লুণ্ঠিত তুমি দেখিবে তাহারে।
বিকশিত নাগপুষ্পীলতা উৎপাটিয়া,
লক্ষ্মণ সুগ্রীব কণ্ঠে দিল ঝুলাইয়া।
রামের উৎসাহবাক্যে প্রফুল্ল অন্তরে,
চলিল বানরগণ কিষ্কিন্ধ্যা-নগরে।
সর্ব্বাগ্রে সুগ্রীব ধায় পুলকিত মনে,
পাছে পাছে চলে আর যত বীরগণে।



ষষ্ঠ সর্গ।

কারে জানি ভয় করি, পলাইল বিভাবরী,
বিমান-পাথারে তারা সভয়ে ডুবিল ;
ম্লান মুখ চন্দ্রমার, কৌমুদী-ভূষণ তার,
অপহৃত হবে বলে দূরে নিক্ষেপিল।

পরিয়া রজত বাস, করি দিক সুপ্রকাশ,
হাসিল সুখদা ঊষা হাসাইল ধরা ;
কাননে কুসুম হাসে, ভাসিয়া অমিয় রসে ;
কলকণ্ঠে সুমঙ্গল গায় বিহগেরা।

ফুল জলে তরুরাজি, বিভুর চরণ পূজি,
প্রণমিছে প্রীতিভরে শির করি নত ;
মৃদুল মলয়ানিলে, কুসুম সৌরভ খেলে,
গুণ্ গুণ্ গুণ্ রবে ধায় মধুব্রত।

প্রকাশিয়া কররাশি, উজলিয়া দশদিশি,
পূরব গগনে হাসে তরুণ তপন ;
হাসিতেছে কমলিনী দিবাকর-বিলাসিনী,
অনাথিনী কুমুদিনী ঢাকিল বদন।

রাঙ্গা রবি ছবি সনে, খেলে সিন্ধু, নদীগণে,
খেলিতেছে ঢলি ঢলি স্বচ্ছ সরোবর ;
শিশির মাখিয়া গায়, দুলিয়া মৃদুল বায়,
খেলিতেছে কমনীয় শ্যামল প্রান্তর।

নিদ্রার আলয় ছাড়ি, সুখ শয্যা পরিহরি,
মাতিল মানবগণ নূতন জীবনে ;
প্রণমিয়া দিবাকরে, বদন বিধৌত ক'রে,
আরম্ভিল সবে নিত্য কর্ম্ম সম্পাদনে।

গোপাল গোপাল নিয়ে, গোঠে যায় গান গেয়ে,
হাম্বা রবে পাছে পাছে ধায় বৎসগণ ;
শশব্যস্তে কুলবালা, হাতে নিয়ে ফুল ডালা,
বাগানে বাগানে করে কুসুম চয়ন।

ভকতি-সলিলে ভাসি, বাজাইয়া শঙ্খ, কাসি,
দেবের আরতি করে দেবের মন্দিরে ;
কিবা বৃদ্ধ কি বালক, কিবা নারী কি যুবক,
ভাসিল সকল জীব আনন্দের নীরে।

এ সুখ প্রভাতে হায় ! বিষাদে ঢালিয়া কায়,
বিরলে বসিয়া রুমা আঁধার কুটীরে ;
আলু থালু কেশপাশ, পরিধান চীর বাস,
ভূষণ-বিহীনা বালা ভাসে আঁখি নীরে।

নাই সে দেহের জ্যোতি, শোকে দীনা ক্ষীণা অতি,
ঘন ঘন বহে শ্বাস মলিন বদন ;
কারে কিছু নাহি বলে, নাহি খায় কিছু দিলে,
অনশনে অনাথিনী ত্যজিবে জীবন।

ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়, ক্ষণে বসে ক্ষণে ধায়,
ক্ষণে অভাগিনী করে ভূতলে শয়ন ;
নিঠুর ব্যাধের শরে, বিন্ধে যদি কলেবরে,
ছটফট করে হায় ! হরিণী যেমন।

হায় রে ! কমলকলি, বিষাদে প'ড়েছে ঢলি,
বিরহ-পবনে বৃন্ত গিয়াছে ছিঁড়িয়া ;
কে তারে যতন করে, কে প্রবোধ দেয় তারে,
কাতরে দুখিনী বালা কাঁদে ফুকারিয়া।

অরুণ বরণ জিনি, অরুণা নামেতে ধনি,
হেনকালে উতরিল রুমার ভবনে ;
তাহারে হেরিয়া বালা, জুড়াইতে দেহ জ্বালা,
বলিল দুখের কথা কাতর বচনে।

আয় লো অরুণা সখি! তোরে বড় ভালবাসি,
বদন-সরোজ তোর, আঁখিভ'রে হেরি লো ;
এ দারুণ মরুভূমে, তুই লো একটি তরু,
শীতল ছায়ায় তোর, সুশীতল হই লো।

যে তুষ-অনলে হায়! দহে লো আমার কায়,
তুই বিনে সখি! মোর, কেবা তাহা বুঝে লো,
কারে বা সুধাই হেথা, কে বুঝে মনের ব্যথা,
অভাগীর তরে সখি! কার আঁখি ঝরেলো!

মাথায় হানিয়া বাজ, চ'লে গেল হৃদয়েশ,
রাজ্য, সিংহাসন, জায়া, অপরে সঁপিয়া লো ;
কি কব দুখের কথা, বিদায় হবার কালে,
অধিনীরে একবার দেখা নাহি দিল লো

কতই সোহাগ ক'রে, কত প্রেম দেখাইয়ে,
হৃদয়ে হৃদয়ে নাথ, আমায় রাখিত লো ;
জানি নাকি অপরাধ, করিয়াছি তার পায়,
নিদারুণ হয়ে এবে, চরণে ঠেলিল লো !

হায় ! সে সুখের দিন, আসিবে কি পুনরায়,
আর কি হেরিব সখি ! পরাণের নাথে লো
নিতি নিতি দুই বেলা, মধুর নিকুঞ্জবনে,
আর কি খেলিব সখি ! তাহার সহিত লো !

তুলি ফুল সযতনে, আপনি গাঁথিয়া মালা,
অভাগীর গলে সখি ! পরাইয়া দিত লো ;
কভু বা সোহাগ ভরে, বান্ধি চুল নিজ করে,
পরাইয়া দিত তায়, মল্লিকা. মালতী লো !

হায় ! নিদারুণ বিধি, সে সাধে সাধিয়া বাদ,
আমার হৃদয়মণি, কাহারে সঁপিল লো ;
কি ক্ষতি করে'ছি তার, হেন কোপ বিধাতার,
অকূল সাগরে এবে, ভাসাল আমায় লো !

একেত বিরহানলে, দিবা নিশি মরি জ্ব'লে,
ভাবিয়া ভাবিয়া তনু, দিন দিন ক্ষীণ লো ;
তাহাতে আবার হায় ! সহি যে গঞ্জনা কত,
বলিতে বিদরে হৃদি, শরমেতে মরি লো ।

ভাসুর হইয়ে রাজা, করে কত অত্যাচার,
অবলার জাতি মান রাখা হ'ল দায় লো ;
কভুবা কাতর স্বরে, কতবা মিনতি করে,
কভু রোষভরে বলে, পরুষ বচন লো ।

দুরন্ত চেরীর দলে, নানা অপমান করে,
স্মরিলে সে সব কথা, পরাণ বিদরে লো ;
কভু করে জোড় হাত, কভু বা দেখায় ভয়,
কখন প্রহার করে, কভু ধরে পায় লো ।

আর কত কাল হায় ! বহিব দেহের ভার,
আর কত দিন সখি ! নীরবে কাঁদিব লো ;
পাষাণ-সারাংশ দিয়া, গ'ড়েছে আমার হিয়া,
তা না হলে সহস্রধা, বিদারিত হ'ত লো ।

বালিবধ

স্মরিতে নাথের কথা, হৃদয়েতে পাই ব্যথা,
আমা হ'তে সখি! তার যাতনা অধিক লো!
রাজার কুমার হ'য়ে রাজ্য ধন তেয়াগিয়ে,
ভীষণ কাননে হায়! কেমনে বিহরে লো!

ক্ষীর, সর, নবনীতে, তুষিয়াছি যার চিতে,
কেমনে বনের ফলে সে জীবন ধরে লো;
সুচারু পর্য্যঙ্কোপরে, যে জন শয়ন করে,
কেমনে সে তরুতলে, যামিনী কাটায় লো?

রাজ্য সিংহাসন তরে, অগ্রজে যুঝিল রণে,
দারুণ দৈবের পাকে, বিপাকে পড়িল লো;
রণে হ'ল পরাজয়, বহিল রক্তের নদী,
আবার পরাণ ভয়ে, কাননে পশিল লো।

যত আশা ছিল মনে, সকলি টুটিয়া গেল,
আর কি কখন সখি! তাঁর দেখা পাব লো;
অতঃপর দস্যু করে, সহিব যে অত্যাচার,
তার প্রতিকার সখি! কে আর করিবে লো?

কাতরে বিলাপ করে, ভাসি রুমা আঁখি নীরে,
ক্রমে ক্রমে হ'ল তার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ;
শোকের আবেগে হায় ! অবশ হইল কায়,
আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে ভূমির উপর।

কি হ'ল কি হ'ল বলি, অরুণা রুমায় তুলি,
ধূলা ঝাড়ি বসাইল পরম যতনে,
আপন অঞ্চল দিয়া, আঁখি দুটি মুছাইয়া,
তুষিতে লাগিল তারে মধুর বচনে।

বিষাদ-সলিলে হায় ! সঁপিয়া আপন কায়,
নিশি দিন সখি ! তুমি কেঁদনালো কেঁদনা ;
শোক-তাপ পরিহর, একটু ধৈরজ ধর,
অতীত কথায় আর, তুলনা লো তুলনা।

তোমার মলিন মুখ, হেরিলে বিদরে বুক,
দেখিলে সজল আঁখি, আঁখি মোর ঝরে লো ;
তুমি বিনে অন্য আর, কেবা আছে অরুণার,
এ জীবন, দেহ, মন, তোমারে সঁপেছি লো।

পূর্ণিমার শশী জিনি, কিবা চারু মুখখানি,
বিষাদ-জলদে হায়! ফেলিয়াছে ঢাকিয়া;
শারদ-লতিকাপ্রায়, কিবা সুললিত কায়,
বিরহ-তপন-করে, গেল গেল পুড়িয়া।

অতি নিরদয় বালী, দয়া ধর্ম্মে দিয়া ডালি,
আপনার সহোদরে, তাড়াইয়া দিল লো;
পাষাণে বান্ধিয়া হিয়া, ন্যায়ে জলাঞ্জলি দিয়া,
কন্যাসম ভ্রাতৃজায়া, কেমনে হরিল লো।

শুনেছি দ্বিজের মুখে, সুজনেরা থাকে সুখে,
যথা ধর্ম্ম তথা জয়, অধর্ম্মের ক্ষয় লো;
অধার্ম্মিক বালী রাজা, নিশ্চয় পাইবে সাজা,
দ্বিজের বচন কভু, মিথ্যা নাহি হয় লো।

শুনিয়াছি জনরবে, যদি সত্য হয় তবে,
তোমার বিরহ-দুঃখ, অচিরে ঘুচিবে লো;
সুগ্রীব হইবে রাজা, উড়িবে ধর্ম্মের ধ্বজা,
পরম পাতকী বালী, পাপেতে জ্বলিবে লো।

অযোধ্যার অধীশ্বর, ধনুর্দ্ধারী বীরবর
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সনে, বনে বনে চরে লো ;
পরম ধার্ম্মিক রাম, শান্ত শুদ্ধ গুণধাম,
দুর্জ্জনে দলন করে, সুজনে পালন লো।

বান্ধিয়াছে রঘুবরে, সুগ্রীব মিত্রতা-ডোরে,
তাহার বিপদে রাম সাহায্য করিবে লো ;
হানিয়া অব্যর্থ বাণ, লইবে বালীর প্রাণ,
রাজ্য, সিংহাসন পুনঃ, সুগ্রীবে অর্পিবে লো।

বিষাদ করলো দূর, বিপদ্ ঘুচিবে তোর,
অচিরে নাথের সহ, সোহাগ করিবি লো ;
আমরাও ফুল্লমনে, খেলিব লো তোর সনে,
চন্দ্রমার চারিদিকে, তারকা যেমন লো।

অরুণার শুনি বাণী, প্রফুল্লিতা রুমা ধনী,
আবার হাসিল তার মলিন বদন ;
ভীম ঝঞ্জাবাত শেষে, যবে নভে রবি হাসে,
হাসে বসুমতী পুনঃ পুলকে যেমন।

হেনকালে গৌরবিনী, কিষ্কিন্ধ্যার পাটরাণী,
গজেন্দ্র-গমনে তারা আসি উতরিল ;
রুমা অরুণার সনে, দাঁড়াইয়া সসম্ভ্রমে,
চরণ পরশি তারে প্রণাম করিল।

আশীর্ব্বাদ করি রাণী, রুমার শির আঘ্রাণি,
পরম যতনে নিজ অঙ্কে বসাইল ;
আপন অঞ্চল দিয়া, মুখখানি মুছাইয়া,
মধুর আশ্বাস-বাক্য বলিতে লাগিল।

এই কিগো সেই রুমা ? সুগ্রীবের প্রিয়তমা,
বানরীকুলের গর্ব্ব, সোণার প্রতিমা গো
সুষমায় চারুতায়, সুরবালা লাজপায়,
কিষ্কিন্ধ্যানগর দীপ্ত, রূপের ছটায় গো।

অধরে মাখিয়া হাসি, অমিয়সাগরে ভাসি,
মধুর বচনে রুমা সকলে তুষিত গো ;
রুমার স্বভাবগুণে, যত পুরবাসিগণে,
প্রীতি-প্রফুল্লিত চিতে, আশিস করিত গো।

হায় ! আজি সেইবালা, বিষাদে হয়েছে কালা,
নাই সে দেহের জ্যোতি, অধরের হাসি গো ;
নিশি দিন অনুক্ষণ, ঝড়িতেছে দুনয়ন,
সোণার কমল আহা! শুকিয়ে গিয়েছে গো।

যতেক কিঙ্করীগণে, সেবিত যে রুমা ধনে,
ভূমে পড়ি আজি সেই ধূলায় লোটায় গো ;
কোথা চারু বাস তার, কোথা অঙ্গ-অলঙ্কার,
নক্ষত্র-খচিত নভে, জলদে ঢাকিছে গো।

হেন দশা রুমা তোর, দেখিতে পারিনা আর,
তোর দুখে বাছা ! মম হৃদয় বিদরে লো ;
অভাগিনী এ জঠরে, ধরে নাই তনয়ারে,
তুইলো আমার রুমা, দুহিতা সমান লো।

কতসুখে সুলোচনে ! ছিনু মোরা দুই বোনে,
ভাসিত কিষ্কিন্ধ্যাপুরী, অমিয় সাগরে লো ;
তব নাথ মম নাথে, দুই ভাই একসাথে,
মৈত্রীভাবে কপিরাজ্য শাসন করিত লো।

ভুজবলে বীরদ্বয়, করেছিল দিগ্বিজয়,
বীরদাপে জয়নাদে, ধরণী কাঁপিত লো ;
মনসুখে কপিগণ, করিত লো আস্ফালন,
প্রমোদ-তরঙ্গে সদা, কিষ্কিন্ধ্যা নাচিত লো

আমরাও ফুল্লমনে, পৌরজন-গণ-সনে,
কতই সোহাগে সুখে, কাল যাপিতাম লো;
হিংসা, দ্বেষ, প্রতারণা, কভু স্থান পাইত না,
সোণার কিষ্কিন্ধ্যাছিল, স্বরগ সমান লো।

কিন্তু বিধি-বিড়ম্বনে, সুখসাঙ্গ এতদিনে.
ভ্রাতায় ভ্রাতায় হায় ! বিরোধ ঘটিল লো ;
সুগ্রীবের বনবাসে, প্রজা দুখনীরে ভাসে,
পাত্রমিত্র সভাসদ, হাহাকার করে লো।

ভাই ভাই করে রণ, শুনিতে শিহরে প্রাণ,
সোণার কিষ্কিন্ধ্যা হায়! ছারখার হল লো ;
নাথের চরণ ধরি, বলিব বিনয় করি,
অনুজের সহ যেন, বিরোধ করেনা লো।

কর বাছা ! মন স্থির, শোক তাপ পরিহর,
বিরলে বসিয়া আর, কাতরে কেঁদনা লো ;
যথাসাধ্য তোরতরে, বলিব লো কপীশ্বরে,
জানেন বিধাতা ভাগ্যে, কিবা ফল ফলে লো ।

যাই তবে এইক্ষণ, অবকাশ নাহি মম,
এইহেতু তোর কাছে, আসিতে পারিনা লো ;
থাকে রাজা অন্তঃপুরে, কভুনাহি ছাড়ে মোরে,
চখের আড়াল হলে, অমনি ডাকায় লো ।

পতিশোকে সকাতরা, রুমায় আশ্বাসি তারা,
শশব্যস্তে চলিলেন বালীর সদনে ;
অরুণাও নানামতে, তুষিয়া রুমার চিতে,
গমন করিল শেষে আপন ভবনে ।



সপ্তম সর্গ।

পরাভবি সুগ্রীবেরে সম্মুখ-সমরে,
হৃষ্টমনে উপবিষ্ট বালী অন্তঃপুরে।
চারিদিকে শোভে তার পুরনারীগণ,
শশাঙ্কের চতুর্দ্দিকে তারকা যেমন।
বিচিত্র বসন পরি ভূষিয়া ভূষণে,
তুষিতেছে দিব্যাঙ্গনা মধুর বচনে।
কেহবা সেবিছে পদ, কেহবা ব্যজন
করিছে কেহবা গাত্রে চন্দন লেপন।
সুবাসিত ফুলে হার যতনে গাঁথিয়া,
ভূপতির গলে কেহ দিছে ঝুলাইয়া।
চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় খাদ্য দ্রব্যযত,
রাখিয়াছে হেম পাত্রে করি সুসজ্জিত।
বাসিত তাম্বুল কেহ যতন করিয়া,
রাখিয়াছে সুরঞ্জিত বাটায় ভরিয়া।
বাসনার তৃপ্তিকর সামগ্রী-নিকরে,
তুষিতেছে বামাগণ বালী বীরবরে।
ভোগ সুখে মত্ত বালী হরষিত মনে,
খেলিতেছে নানারঙ্গে নারীগণ সনে।

হেনকালে ভীমনাদে বিদারি অম্বর,
সুগ্রীব প্রবেশে রোষে কিষ্কিন্ধ্যানগর।
মহাপ্রলয়ের কাল করি অনুমান,
সভয়ে সকল জীব হল ম্রিয়মাণ।
হয়, গজ, ধেনু, বৎস ছুটাছুটি করে,
সশঙ্কিত মৃগকুল পলা'ল সত্বরে।
সুগ্রীবের সিংহনাদ করিয়া শ্রবণ,
হইলেন বালীরাজা বিষাদে মগন।
ক্রোধে সর্ব্বঅঙ্গ তার কাঁপিতে লাগিল,
মহারোষে রাহু যেন তপনে গ্রাসিল।
জ্বলন্ত অঙ্গার সম আরক্ত নয়ন,
ক্রোধে করে করমর বিকট দশন।
কাঁপাইয়া ধরাতল বালী বীরবর,
চলিলেন ভীমবেগে বাহিরে সত্বর।
হেনকালে তারাদেবী গাঢ় আলিঙ্গনে,
তুষিলেন বালীরাজে মধুর বচনে।
মিনতি আমার নাথ! তোমার চরণে,
যুঝিও সমরে কল্য সুগ্রীবের সনে।
নদীবেগ-সম ক্রোধ করি সম্বরণ,
নতুবা ভাসিয়া যাবে তৃণের মতন।

যদিও বিপক্ষ নহে তোমার সমান,
যদিও বিক্রমে নাথ! তুমিই প্রধান,
তথাপি সমরে যেতে করি নিবারণ,
যে জন্য নিষেধ করি কর তা' শ্রবণ।
প্রথমে সুগ্রীব আসি মহারোষভরে,
আহ্বান করিয়াছিল তোমায় সমরে।
নিরস্ত করিলে তারে নিষ্ক্রান্ত হইয়া,
আহত হইয়া সেও গেল পলাইয়া।
আবার আসিয়া চাহে যুঝিতে সমরে,
এই ভয়ে বীর! মোর পরাণ শিহরে।
যেরূপ উৎসাহ, দর্প, ভীষণ গর্জ্জন,
বোধহয় আছে কোন নিগূঢ় কারণ।
নিশ্চয় সুগ্রীব কার (ও) নিয়েছে আশ্রয়,
তার বলে করে নাদ নির্ভয় হৃদয়।
অঙ্গদের মুখে যাহা করিনু শ্রবণ,
তোমার নিকটে তাহা করিব বর্ণন।
একদা অঙ্গদ মোর গেল বনান্তরে,
চরমুখে শুনি আসি বলিল কাতরে।
অযোধ্যার রাজপুত্র শ্রীরাম লক্ষ্মণ,
সত্যরক্ষা হেতু করে অরণ্যে ভ্রমণ।

মহাবীর ধনুর্দ্ধর রাজপুত্রদ্বয়,
ঋষ্যমূকে সুগ্রীবের ল'য়েছে আশ্রয়।
মহাবল পরাক্রান্ত রাম রঘুবর,
সুগ্রীবের অনুকূলে করিবে সমর।
সাধুর আশ্রয় রাম বিপন্নের গতি,
জ্ঞানী, মানী, জনকের আজ্ঞাবহ অতি।
ধাতুর আকর যেইরূপ হিমালয়,
সেইরূপ রাম সর্ব্বগুণের আলয়।
বাহুবলে করিয়াছে রিপুগণে বশ,
একমাত্র তাহাতেই রহিয়াছে যশ।
ত্রিভুবনে নাহি সাজে রামের তুলনা,
তার সনে নাথ! তুমি বিরোধ করোনা।
চাহিনা করিতে তব ক্রোধ উদ্দীপন,
বলিবার আছে কিছু কর তা' শ্রবণ।
সুগ্রীবেরে যৌবরাজ্য কর সম্প্রদান,
পালন করহে তারে পুত্রের সমান।
নিকটে কি দূরে তিনি থাকুন যেখানে,
তারসম বন্ধু তব নাহি ত্রিভুবনে।
তারসনে বৈরিভাব করি বিসর্জ্জন,
দানে মানে লও তারে করিয়া আপন।

যদি তুমি চাহ মম প্রিয় সাধিবারে,
হিতৈষিণী বলি যদি জানহে! আমারে!
রাখ তবে অধিনীর এই নিবেদন,
অনুজের সহ নাথ! করিওনা রণ।
বালীর চরমকাল উপস্থিত প্রায়,
নাহ'ল সম্মত বালী তারার কথায়।
হিতৈষিণী দয়িতারে করিয়া ভর্ৎসন,
বীর-মদে মাতি বীর বলিল বচন।
সুগ্রীব অনুজ মোর বিশেষতঃ অরি,
তাহার গর্জ্জন আমি সহিতে কি পারি?
সমরে যেজন নাহি করে পলায়ন,
শত্রুকরে পরাজয় জানেনা কখন।
কেমনে সে অপমান সহিবে তা'বল?
বরঞ্চ তাহার পক্ষে মরণ মঙ্গল।
সহে কি ভুজঙ্গ কভু ভেকের প্রহার?
অথবা মূষিক-ভয়ে পলায় মার্জ্জার?
শ্রীরাম হইতে মম নাহি কোন ভয়,
পরম ধার্ম্মিক বীর রাম দয়াময়,
মম সহ নাহি কভু শত্রুতা তাঁহার,
তিনি কেন করিবেন অনিষ্ট আমার?

সুগ্রীবের সহ আমি যুঝিয়া সমরে,
তাড়াইয়া দিব সুধু, বধিবনা তারে।
তোমার সংকল্প প্রিয়ে! হইবে পূরণ,
তাহার অন্যথা নাহি হবে কদাচন।
আমার কারণে তুমি করিওনা ভয়,
সুগ্রীবের দর্প চূর্ণ করিব নিশ্চয়।
দেখাইলে প্রিয়ে! তুমি ভক্তি প্রীতি অতি,
লভিনু তোমার বাক্যে পরম পীরিতি।
যাও তবে অন্তঃপুরে সহ সখিগণ,
সুগ্রীবে পরাস্ত করি ফিরিব এখন।
প্রদক্ষিণ করি তারা সজল নয়নে,
তুষিলেন বালীরাজে গাঢ় আলিঙ্গনে।
তাহার জয়ার্থ দেবী স্বস্ত্যয়ন করি,
প্রবেশেন অন্তঃপুরে সহ সহচরী।
কালভুজঙ্গের সম গরজন করে,
বাহিরিল ক্রোধে বালী ভীষণ হুঙ্কারে।
চতুর্দ্দিকে করি বীর দৃষ্টি প্রসারণ,
স্বর্ণকান্তি সুগ্রীবেরে করে দরশন।
কটিতট দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া,
জ্বলন্ত অনল প্রায় আছে দাঁড়াইয়া।

সুদৃঢ় বন্ধনে করি বস্ত্র পরিধান,
যুদ্ধার্থ সুগ্রীবপানে হ'ল ধাবমান।
সুগ্রীবও বজ্রমুষ্টি করি উত্তোলন,
ক্রোধভরে বালীরাজে করে আক্রমণ
ভীমবল পরাক্রান্ত দুই বীরবর,
ভীষণ হুঙ্কার ছাড়ি করেন সমর।
অন্তরীক্ষে শোভে যথা সুধাংশু তপন,
রণক্ষেত্রে বীরদ্বয় শোভিল তেমন।
কভু বৃক্ষ, কভু শৈল-শৃঙ্গ উপাড়িয়া,
কভু মুষ্টি, জানু, পদ, কভু হস্তদিয়া,
পরস্পর পরস্পরে করেন প্রহার,
এইরূপে বীরদ্বয় যুঝে বারংবার।
উভয়ে হইল ক্ষত বিক্ষত সমরে.
শরীর হইল সিক্ত শোণিতের ধারে।
প্রলয়ের মেঘ সম করিয়া গর্জ্জন,
বহুক্ষণ বীরদ্বয় করে ঘোর রণ।
অবশেষে সুগ্রীবের হ'ল পরাজয়,
বালীর সমরে তার দর্প হ'ল ক্ষয়।
সুগ্রীব দুর্ব্বল হ'য়ে চারিদিকে চায়,
তখন শ্রীরাম তাহা দেখিবারে পায়।

সুগ্রীবে হেরিয়া রাম সমরে কাতর,
বালিবধে হানিলেন বজ্রসম শর।
বিন্ধিল ভীষণ শর বালি-বক্ষস্থলে,
অচেতন হ'য়ে বীর পড়িল ভূতলে।
হেমহার সুশোভিত বালী মহাকায়,
ছিন্ন বিটপীর প্রায় গড়াগড়ি যায়।
শশাঙ্ক-বিহীন নভঃ মলিন যেমন,
বালীর পতনে হ'ল কিষ্কিন্ধ্যা তেমন।
ইন্দ্রদত্ত হেমহার শোভিতেছে গলে,
মেঘপ্রান্ত সুরঞ্জিত যথা সন্ধ্যাকালে।
রণক্ষেত্রে নিপতিত বালী মহাকায়,
পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গভ্রষ্ট যযাতির প্রায়।
অথবা প্রলয়কালে যেন মহাকালে,
ক্রোধভরে দিবাকরে ফে'লেছে ভূতলে।
আজানুলম্বিত বাহু স্থূল বক্ষস্থল,
হরিত বরণ নেত্র, বদন উজ্জ্বল।
নির্ব্বাণ সময়ে শোভে অনল যেমন,
ভূমিতলে বালীরাজা শোভিছে তেমন।
রঘুকুলপতি রাম লক্ষ্মণের সনে,
মৃদুপদে আসিলেন তাহার সদনে।

শ্রীরাম লক্ষ্মণে বালী করি দরশন,
সুসঙ্গত সুকঠোর বলিল বচন।
যুঝিনু সমরে আমি সুগ্রীবের সনে,
আমায় বধিলে রাম! তুমি কি কারণে?
রঘুকুলে জন্ম তব তুমি মহাবীর,
পরম দয়াল তুমি, সর্ব্ব কর্ম্মে ধীর।
সতত প্রজার তুমি ক'রে থাক হিত,
কালাকাল তব রাম! নহে অবিদিত।
দয়া, ধর্ম্ম, ক্ষমা, ধৈর্য্য, দুষ্টের শাসন,
শম, দম, বীর্য্য আদি রাজার লক্ষণ।
এ সমস্ত গুণ রাম! রয়েছে তোমায়,
এই হেতু না শুনিনু তারার কথায়।
কিন্তু আজ বুঝিলাম তুমি দুরাচার,
পাপিষ্ঠ, কপটী ধর সাধুর আকার।
ভস্মাবৃত বহ্নি যথা তৃণাচ্ছন্ন কূপ,
বুঝিলাম রঘুনাথ! তুমি সেইরূপ।
তব গ্রাম, নগরের অনিষ্ট সাধন,
ভুলক্রমে আমি রাম! করিনি কখন।
কোনরূপ অবজ্ঞাও করিনি তোমারে,
অথবা যুঝিও নাই তোমায় সমরে।

অন্যের সহিত আমি করিয়াছি রণ,
আমায় বধিলে রাম! তুমি কি কারণ?
প্রিয়দরশন তুমি রাজার কুমার,
দেখিতেছি ধর্ম্মচিহ্ন শ্রীঅঙ্গে তোমার।
বল বল তবে কেন কপটীর বেশে,
ক্ষত্রকুলে জন্ম নিয়ে ভ্রম দেশে দেশে।
সাম, দান আদি গুণ থাকে সুরাজার,
তোমাতে দেখিনা আমি কিছুই তাহার।
বানর আমরা করি বনে বিচরণ,
ফল মূল খে'য়ে করি জীবন ধারণ।
আমাদের বনজাত সামগ্রী-সম্ভারে,
কিরূপে তোমার লোভ সম্ভবিতে পারে?
বিনা দোষে তুমি মোরে করিয়া নিধন,
কেমনে সাধুর মাঝে দেখাবে বদন?
রাজহন্তা, ব্রহ্মঘাতী, মিত্রঘ্ন, নাস্তিকে,
চোর, গোঘ্ন, খলে করে বসতি নরকে।
বানরের রাজা আমি বধিয়া আমারে,
নিশ্চয় দেখিবে তুমি নিরয় অচিরে।
শল্যক, শ্বাবিত, গোধা, কূর্ম্ম, শশগণে,
ভক্ষণ করিয়া থাকে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণে।

অভক্ষ্য আমার মাংস নাহি খায় নরে,
কিফল লভিলে তুমি বধিয়া আমারে ?
না শুনিয়া হিতকর তারার বচন,
কালের কবলে মম হইল পতন !
তব সম ধূর্ত্ত, শঠ, ক্ষুদ্র, নরাধম,
কেমনে ইক্ষাকু কুলে লভিল জনম ?
সুধু এই ক্ষোভে দহে হৃদয় আমার,
তব সম লোকে মোরে করিল সংহার।
সম্মুখ সমরে যদি যুঝিতে আমারে,
অদ্যই যাইতে ভবে শমনের ঘরে।
অদৃশ্য হইয়া মোরে করিলে হনন,
সুষুপ্ত মানবে দংশে ভুজঙ্গ যেমন।
বিনা দোষে তুমি রাম ! আমায় বধিলে,
অপকারী যারা কিবা তাদের করিলে ?
সীতারে আনিতে যদি বলিতে আমায়,
মুহূর্ত্তে আনিয়া সীতা দিতাম তোমায়।
দুরাত্মা রাবণে করি কণ্ঠেতে বন্ধন,
তব করে করিতাম তাহারে অর্পণ।
পরলোক গেলে আমি, ধর্ম্ম-অনুসারে,
সুগ্রীব হইবে রাজা কিষ্কিন্ধ্যানগরে।

কিন্তু অধর্ম্মতঃ তুমি বধিলে আমায়,
নিশ্চয় কুযশ তব গাইবে ধরায়।
জন্মিলে মরণ রাম! ঘটিবে নিশ্চয়,
অতএব মরণেতে নাহি করি ভয়।
আমারে বধিয়া লাভ কি হ'ল তোমার,
প্রকৃত উত্তর স্থির করহে! তাহার।
বালীর কঠোর বাক্য করিয়া শ্রবণ,
সরোষে বলেন রাম রাজীব-লোচন।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বালি! লৌকিক আচারে,
না জানিয়া কেন তুমি নিন্দিলে আমারে?
কুলগুরু, বুদ্ধিমান বৃদ্ধের বচন,
ভ্রমেও কি কোন দিন করনি শ্রবণ?
এই যে বিশাল ভূমি বেষ্টিত কাননে,
ভরতের অধিকৃত জানে সর্ব্বজনে।
পশু, পক্ষী, মানবের দণ্ড পুরস্কার,
করিতে র'য়েছে মাত্র ক্ষমতা তাহার।
দুষ্টের দমন করি শিষ্টের পালন,
করেন ভরত রাজা বসুধা শাসন।
সনাতন আর্য্যধর্ম্ম প্রচারের তরে,
পর্য্যটন করিতেছি দেশদেশান্তরে।

ধর্ম্মনিষ্ঠ ন্যায়বান রাজার বচনে,
নিগ্রহ করিব যত ধর্ম্মভ্রষ্ট জনে।
জন্মদাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অধ্যাপক পিতা
পুত্র, শিষ্য হয় পুত্র অনুজাত ভ্রাতা।
রুমা তব পুত্রবধূ শাস্ত্রঅনুসারে,
ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছ হরিয়া তাহারে।
সনাতন ধর্ম্ম তুমি করি উল্লঙ্ঘন,
করিয়াছ ভ্রাতৃজায়া রুমায় গ্রহণ।
সোদরা, তনয়া কিম্বা অনুজ-জায়ায়,
কামবশে যেইজন সঁপে আপনায়,
পশুর অধম জে'ন সেই কুলাঙ্গার,
বধদণ্ড উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত তার।
তোমায় উচিতরূপ করিয়া শাসন,
রাজার আদেশ মোরা করিনু পালন।
স্বেচ্ছাচারী, অতি মূর্খ, সুচঞ্চলমতি,
কেমনে বুঝিবে তুমি ধর্ম্ম-সূক্ষ্ম-গতি।
একমাত্র পরমাত্মা হৃদয়ে থাকিয়া,
মানবের শুভাশুভ জানে বিশেষিয়া।
রাজধর্ম্ম উপেক্ষায় বধিনু তোমারে,
সুধু ক্রোধভরে তুমি নিন্দিলে আমারে

সুগ্রীব আমার প্রিয় লক্ষ্মণ যেমন,
তার সনে করিয়াছি মিত্রতা স্থাপন।
লভিতে বনিতা, রাজ্য সুগ্রীব তাহার,
মম কার্য্য সাধিবারে করে অঙ্গীকার।
আমিও তাহার কাজসম্পাদনতরে,
হইয়াছি প্রতিশ্রুত ধর্ম্মঅনুসারে।
প্রতিজ্ঞা করিয়া বল মম হেন জন,
উপেক্ষা করিবে তাহা কিরূপে এখন ?
বয়স্যের উপকার করা সমুচিত,
তোমায় নিগ্রহ করা ধর্ম্মানুমোদিত।
এই সব গুরুতর কার্য্য সাধিবারে,
তোমায় বধিনু আমি সায়ক-প্রহারে।
শুন বালি ! ঋষিশ্রেষ্ঠ মনুর বচন,
যাহাতে ধার্ম্মিকে করে আস্থা প্রদর্শন।
"পাপ করি রাজদণ্ড ভোগে যেই জন,
বীতপাপ হ'য়ে করে স্বরগে গমন।
যেই রাজা মুক্তি দেয় দণ্ডনীয় জনে,
কলুষিত হয় সেই পাপ-পরশনে।"
এ হেতু তোমায় আমি করিনু হনন,
অনুতাপ করি হবে কিফল এখন ?

ধর্ম্মের অধীন মোরা জানিও নিশ্চয়,
ধর্ম্মরক্ষাতরে করি দুর্জ্জনের ক্ষয়।
প্রচ্ছন্ন থাকিয়া আমি কানন-মাঝারে,
কিছুমাত্র ক্ষুন্ন নহি বধিয়া তোমারে।
প্রকাশ্যে কি অপ্রকাশ্যে থাকি নরগণ,
বাগুরা কি পাশ দিয়া ধরে মৃগগণ;
মাংসাশী মানবগণে মৃগবধ করে,
কিছুমাত্র পাপ তাহে স্পর্শিতে নাপারে
অরণ্যে মৃগয়া করা রাজার লক্ষণ,
তুমি শাখামৃগ কর বা না কর রণ,
মৃগ বলিয়াই আমি বধিনু তোমায়,
অকারণে দোষী কেন করিলে আমায়?
দিব্যজ্ঞান বালী রাজা লভি অতঃপর,
শ্রীরামে নির্দ্দোষ ভাবি হইল কাতর।
কৃতাঞ্জলি-পুটে বলে বালী মহাকায়,
লভিলাম জ্ঞান রাম! তোমার কৃপায়
তুমি নরোত্তম আমি বনের বানর,
কেমনে তোমায় আমি দিব প্রত্যুত্তর?
না বুঝিয়া করিয়াছি তোমারে ভর্ৎসন,
নিজগুণে ক্ষমা কর কমল-লোচন।

ধর্ম্ম-অবতার তুমি প্রজা-হিতকারী,
অধার্ম্মিক-অগ্রগণ্য আমি স্বেচ্ছাচারী।
ভবকর্ণধার তুমি করুণা-নিধান,
ধর্ম্ম-উপদেশ দানে কর মোরে ত্রাণ।
বালীর হইল কণ্ঠরোধ এ সময়,
শাণিত সায়কাঘাতে সন্তপ্ত হৃদয়।
পঙ্ক-মগ্ন মৃতকল্প মাতঙ্গের প্রায়,
ক্ষীণকণ্ঠে রাম প্রতি বলে পুনরায়।
আপনার তরে রাম! নহি বিষাদিত,
তারার নিমিত্ত আমি নহি আকুলিত।
বন্ধুবান্ধবের তরে হইনি কাতর,
অঙ্গদের তরে সুধু দহিছে অন্তর।
বাল্যাবধি আমি তারে ক'রেছি লালন,
অঙ্গদই একমাত্র আমার নন্দন।
আজিও বালক বাছা! সুকোমল মতি,
এবেও বুদ্ধির হয় নাই পরিণতি।
মম অদর্শনে বাছা! ত্যজিবে জীবন,
জীবন বিহনে কিহে! বাঁচে মীনগণ?
তুমিই এখন তার একমাত্র গতি,
অঙ্গদের প্রতি যেন থাকে তব মতি।

ভরত লক্ষ্মণে জ্ঞান করহে! যেমন,
সুগ্রীব অঙ্গদে তুমি বুঝিবে তেমন।
অভাগিনী তারা রাম! আমার কারণে,
আছেন লজ্জিতা অতি সুগ্রীব-সদনে।
সুগ্রীব না করে যেন তারে অনাদর,
আর কি বলিব বীর! আমি অতঃপর,
তবকরে মৃত্যু রাম! কামনা করিয়া,
রণে আসিলাম তারা-বাক্য না শুনিয়া।
এই বলি নীরবিল বালী বীরবর,
বদন শুকা'ল তার ক্ষীণ হল স্বর।
বালীরে সংশয়-শূন্য শ্রীরাম হেরিয়া,
বলিলেন সুমধুর বাক্যে আশ্বাসিয়া।
শোক, মোহ, ভয় বালি! এবে পরিহর,
অঙ্গদের তরে তুমি কেন চিন্তা কর?
যেরূপে তাহারে তুমি ক'রেছ লালন,
আমিও সেরূপে তারে করিব পালন।
সুগ্রীব সদাই তারে করিবে আদর,
তারার প্রতিও প্রীতি দেখাবে বিস্তর।
আপনাকে অপরাধী বৃথা কর মনে,
আমাদিগে দোষ তুমি দেও অকারণে।

অবশ্যই কর্ম্মফল হবে ভুগিবারে,
বিধি, বিষ্ণু, মহেশ্বর খণ্ডাইতে নারে।
সমুচিত দণ্ড তুমি করিলে গ্রহণ,
নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে করিবে গমন।
রামের মধুর কথা করিয়া শ্রবণ,
বালা রাজা হইলেন হরিষে মগন।
কিন্তু বৃক্ষ-শীলাঘাতে ছিন্ন-কলেবর,
রামের শাণিত শরে অতীব কাতর।
বদন হইতে বাক্য না হল নিঃসৃত,
অবশেষে হইলেন চৈতন্য-রহিত।

অষ্টম সর্গ।

শ্রীরামের শরে শুনি বালীর নিধন,
পতি-শোকে তারা সতী হ'ল অচেতন।
ছিন্ন কদলীর প্রায় ভূতলে পড়িল,
নয়নের নীরে তার সর্ব্বাঙ্গ তিতিল।
চেতনা পাইয়া তারা উন্মাদিনী-বেশে,
অঙ্গদেরসহ ধায় বালীর উদ্দেশে।

হেনকালে কপিকুল চকিত অন্তরে,
ধনুর্দ্ধর রামে হেরি ধাইছে সত্বরে।
ছত্রভঙ্গ হ'য়ে সবে করে পলায়ন,
যূথপতি হত হলে যথা মৃগগণ।
পাছে পাছে ধায় যেন শ্রীরামের শর,
এইরূপ ভাবি মনে হইল কাতর।
এ সময় শশব্যস্ত হেরি কপিগণে,
জিজ্ঞাসিল তারা দেবী সজল নয়নে।
কোথায় রাজাধিরাজ বালী মহাবল?
যার সনে গিয়া থাক তোমরা সকল।
তাহারে রাখিয়া একা সশঙ্কিত মনে,
পলাইছ ঊর্দ্ধশ্বাসে আজি কি কারণে?
তারার বচন শুনি বলে কপিগণ,
অঙ্গদেরে রক্ষা তুমি কর এইক্ষণ।
রবিসুত রামরূপ ধারণ করিয়া,
বল করি লয়ে যায় বালীরে বাঁধিয়া।
শ্রীরামের শরে বৃক্ষ, শীলা বিদ্ধ হল,
বজ্রসম সেই শর বালীরে বধিল।
রণক্ষেত্রে বালী রাজা করিলে শয়ন,
সশঙ্কিত কপিসৈন্য করে পলায়ন।

শত্রু হ'তে রক্ষিবারে কিষ্কিন্ধ্যানগর,
হউক সচেষ্ট আছে যত বীরবর।
অঙ্গদে করুক রাজ্যে অভিষেক সবে,
বালিপুত্র রাজা হ'লে প্রজা বাধ্য হ'বে।
কিন্তু রাজরাজেশ্বরি! এই স্থানে আর,
বাস করা নাহি হয় উচিত তোমার।
বরিষায় খরবেগে বহে স্রোতস্বতী,
তৃণদল পারে কি গো! রুধিতে সে গতি?
সুগ্রীবের রণজয়ী অনুচরগণে,
এইসব পলাতক যুঝিবে কেমনে?
নিশ্চয় করিবে তারা দুর্গ অধিকার,
করিবে মোদের প্রতি ঘোর অত্যাচার।
পূর্ব্বে মোরা উহাদিগে ক'রেছি গঞ্জন,
তার প্রতিফল তারা দিবে এইক্ষণ।
বানরের নিদারুণ বচন শুনিয়া,
পতিপ্রাণা তারা বলে কাতরে কাঁদিয়া।
প্রাণেশ আমার যদি ত্যজিল জীবন,
তনয়ে আমার তবে কিবা প্রয়োজন?
কিকাজ আমার এই রাজ্য, ধন, জনে?
কিফল হইবে বল রাখিয়া জীবনে?

শ্রীরামের শরে যার হইল পতন,
তাহার চরণে আমি লইব শরণ।
এইরূপ বলি তারা ভাসি আঁখিনীরে,
শিরে করাঘাত করি চলিল সত্বরে।
প্রকাণ্ড প্রস্তর যিনি করেন ক্ষেপণ,
রণস্থলে প্রবেশেন বায়ুর মতন,
মহামেঘ জিনি যার গর্জ্জন গভীর,
সুরপতি শক্রসম যিনি মহাবীর।
ভুবন জিনিল যেই ভীম বাহুবলে,
রামশরে নিপতিত আজি সে ভূতলে।
ব্যাঘ্র যেন মৃগরাজে করেছে হনন,
অথবা প্রশান্ত মেঘ বর্ষিয়া যেমন।
শরাসনে দেহ রাম স্থাপন করিয়া,
লক্ষ্মণ সুগ্রীব সনে আছে দাঁড়াইয়া।
অতিক্রম করি তারা শ্রীরাম লক্ষ্মণে,
বালীর নিকট ধায় সন্তাপিত মনে।
নিপতিত বালীরাজে হেরি রণস্থলে,
মূর্চ্ছিতা হইয়া তারা পড়িল ভূতলে।
যেন নিদ্রাহতে পরে উত্থিত হইয়া,
কাতরে বিলাপ করে নাথে আলিঙ্গিয়া

উঠ নাথ ! অধীনীরে কর সম্ভাষণ,
সাজে কি তোমার বীর ভূতলে শয়ন !
রেখেছি কোমল শয্যা কুসুমে রচিয়া,
শয়ন করহে নাথ ! সে শয্যায় গিয়া।
যে শয্যায় শোয়াইতে অরাতি-নিকরে,
কেমনে শুইলে আজ সে শয্যা উপরে ?
বসুধার প্রতি কিহে মমতা এমন,
দেহান্তেও করিতেছ তারে আলিঙ্গন।
বুঝি স্বর্গে রম্য হর্ম্ম্য রেখেছ গড়িয়া,
নতুবা চলিলে কেন কিষ্কিন্ধ্যা ছাড়িয়া।
সতত যাহারে তুমি তুষিতে আদরে,
ভূমে পড়ি আজি সেই কাঁদিছে কাতরে।
দেখ নাথ ! একবার মেলিয়া নয়ন,
প্রীতিভরে অভাগীরে কর আলিঙ্গন।
না শুনিয়া মম বাক্য আইলে সমরে,
তোমায় বধিল রাম একমাত্র শরে।
সুগ্রীবের পত্নী তুমি করিলে হরণ,
তার পরিণাম বুঝি ঘটিল এমন !
আমাদের সুখ সাঙ্গ হ'ল এতদিনে,
বিধবা হইনু হায় ! বিধি-বিড়ম্বনে !

নিশ্চয় আমার হিয়া পাষাণে নির্ম্মিত,
তা'নাহ'লে এতক্ষণে হ'ত বিদারিত।
অন্যায় সমরে রাম বধিল তোমায়,
নিশ্চয় কুযশ তার গাইবে ধরায়।
পরমধার্ম্মিক, বীর শুনিয়াছি রাম,
মম ভাগ্যদোষে হায়! হইলেন বাম।
অতি সুখী সুকুমার অঙ্গদ আমার,
কেমনে বাঁচিবে বল বিরহে তোমার?
অতি ক্রুদ্ধ নিরদয় পিতৃব্যের করে,
কত অত্যাচার যেন সহে অতঃপরে।
দেখরে অঙ্গদ! দেখ জনকে তোমার,
ইহার দর্শন ভাগ্যে ঘটিবেনা আর।
কররে পিতার এবে চরণ গ্রহণ,
বলিবার যাহা থাকে বল এইক্ষণ।
অঙ্গদ তোমার নাথ! কাঁদিছে কাতরে,
হিতকর বাক্যে দেও প্রবোধ তাহারে।
তুমিত ত্যজিয়া সবে প্রবাসে চলিলে,
যাহা থাকে বলিবার যাও মোরে ব'লে।
এমন কি অপরাধ করেছি চরণে,
তুষিলেনা আজি মোরে একটি বচনে।

ভল্লুক, বানর যত সেবিত তোমায়,
বিলাপ করিছে তারা পড়িয়া ধরায়।
রূপসী ললনা যত কাঁদিছে তোমার,
তাহাদের প্রতি দৃষ্টি কর একবার।
না জানিয়া যদি কিছু অপ্রিয় কথন,
ক'রে থাকি, ধরি পায়, ক্ষম এইক্ষণ।
এইরূপ সকরুণ বিলাপ করিয়া,
ভূতলে পড়িল তারা মূর্চ্ছিত হইয়া।
তারায় কাঁদিতে দেখি পড়িয়া ভূতলে,
যূথশ্রেষ্ঠ হনুমান মৃদুবাক্যে বলে।
স্বীয় দোষগুণে জীব পাপ পুণ্য করে,
দেহ অন্তে ভোগে ফল কর্ম্ম-অনুসারে।
নিজে শোচনীয় হ'য়ে অন্যের কারণ,
অনর্থক শোক করি কিবা প্রয়োজন?
নিজে দীন হ'য়ে কর কোন্ দীনে দয়া?
জলবিম্ব সম দেহে কেন কর মায়া?
জন্মিলে মরণ ঘটে বানর-ঈশ্বরী,
করগে মৃতের শুভ, শোক পরিহরি।
কুমার অঙ্গদে রাণি! করগো পালন,
দেহান্তে কর্ত্তব্য যাহা কর এইক্ষণ।

সাম, দান, ক্ষমা আদি নানা রাজগুণে,
ভূষিত ছিলেন বালী বিদিত ভুবনে।
বিধিমত কপিরাজ্য করিয়া শাসন,
লভিলেন ব্রহ্মলোক তিনি এইক্ষণ।
কিফল হইবে বল শোক করি আর,
বানর, বানররাজ্য সকলি তোমার।
সুগ্রীবে অঙ্গদে বলি প্রবোধ-বচন,
বালীর সৎকারে এবে করগো! যতন;
পরে রাজ্যে অভিষেক কর অঙ্গদেরে,
হরষিত হবে তবে বানর-নিকরে।
হনুর সঙ্গত বাক্য করিয়া শ্রবণ,
শোকাতুরা তারাসতী বলিল বচন।
অঙ্গদের অনুরূপ সহস্র কুমার,
লভিয়া কি ফল বল হইবে আমার?
অবলার গতি যিনি, সতীর পরাণ,
তার সনে মৃত্যু আমি করি শ্রেয় জ্ঞান।
অঙ্গদের অভিষেকে, কপিরাজ্যে আর,
অতঃপর নাহি মম কোন অধিকার।
এ বিষয়ে অধিকারী সুগ্রীব এখন,
পিতৃব্য পিতার তুল্য জানে সর্ব্বজন।

বালীর চরণাশ্রয় ব্যতিত আমার,
ইহ পরকালে শুভ নাহি কিছু আর।
অতএব তার পাশে করিব শয়ন,
পুত্র, রাজ্য, ধনে মম কিবা প্রয়োজন ?
হেনকালে বালী রাজা পড়িয়া মহীতে,
মৃহু মৃহু শ্বাস ছাড়ি চায় চারি ভিতে।
অদূরে সুগ্রীবে বীর করি দরশন,
সস্নেহে বলেন তায় করুণ বচন।
পাপবশে বুদ্ধিমোহে করিনু যে কাজ,
তার প্রতিফল ভাই ! পাইলাম আজ।
মম অপরাধ তুমি রাখিওনা মনে,
এখন চলিনু আমি শমন-সদনে।
বিধিমত কপি রাজ্য করিবে শাসন,
পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রজা করিবে পালন।
আমার অঙ্গদ দেখ ! সজল নয়নে,
কাঁদিছে পড়িয়া হায় ! ভূতল-শয়নে।
সরল বালক বাছা ! সুখেতে পালিত,
প্রাণাধিক প্রিয় মম একমাত্র সুত।
ইহাকে রাখিয়া আমি চলিনু এখন,
পুত্রের সমান তুমি করিও পালন।

যখন চাহিবে যাহা করিবে প্রদান,
ভয়েতে অভয় দিবে আমার সমান।
শ্রীমান অঙ্গদ মম তুল্য বীরবর,
রাক্ষস-নিধনে হবে বদ্ধ-পরিকর।
সূক্ষ্মার্থ-নির্ণয়ে, সত পরামর্শদানে,
সুষেণ-তনয়া তারা বিলক্ষণ জানে।
ইনি যাহা করিবেন সমুচিত জ্ঞান,
নিঃসংশয়ে ক'র সদা তার অনুষ্ঠান।
শ্রীরামের আজ্ঞা সদা করিও পালন,
তার অপমানে হবে অনিষ্ট ঘটন।
ধর ধর ভাই ! এই দিব্য স্বর্ণ হার,
আছে বর্ত্তমান ইথে জয়শ্রী উদার।
ভ্রাতৃস্নেহে বালীরাজা বলিলে এমন,
সুগ্রীবের বৈরানল নিভিল তখন।
জয়োল্লাস দূরে গেল বিষণ্ণ অন্তরে,
কাঁদিল সুগ্রীব অতি অগ্রজের তরে।
অবশেষে হেমহার করিয়া ধারণ,
জ্যেষ্ঠের শুশ্রূষা করে করিয়া যতন।
অনন্তর বালী মৃত্যু আসন্ন হেরিয়া,
সস্নেহে অঙ্গদে বলে সম্মুখে পাইয়া।

দেশ কাল বুঝিবারে করিবে যতন,
অনিষ্টে উপেক্ষা করি ইষ্টের সাধন;
অভ্যাস করিবে সদা কষ্ট সহিবারে,
সতত সেবিবে তুমি সুগ্রীব রাজারে।
সংহার করিবে সদা সুগ্রীবের অরি,
রাখিবে ইন্দ্রিয়গণে বশীভূত করি।
অতিপ্রেম, অপ্রণয় দোষের কারণ,
পিতৃব্যের সহ তাহা ক'রনা কখন।
উভয়ের মধ্যপথ করিয়া আশ্রয়,
সুগ্রীবে করিবে সেবা প্রসন্ন-হৃদয়।
এইরূপ বলি বালী মুদিল নয়ন,
বিবৃত হইল তার বিকট দশন।
শ্রীরামের শরাঘাতে হইয়া কাতর,
অবশেষে ত্যজিলেন দিব্য কলেবর।
যূথপতি বালি-মৃত্যু হেরি কপিগণ,
বলিতে লাগিল সবে সজল-নয়ন।
চলিলেন কপিরাজ অমর-আলয়,
কিষ্কিন্ধ্যা হইল হায়! অন্ধকারময়।
পর্ব্বত, উদ্যান, বন এবে শূন্য হ'ল,
আজ হতে কপিকুল বন্ধু হারাইল।

পঞ্চদশ-বর্ষ যুঝি ভীষণ সমরে,
অবিশ্রান্ত দিবারাত্রি ষোড়শ বৎসরে,
গোলভ গন্ধর্ব্বে যিনি করেন হনন,
তাপসের করে তার মৃত্যুসংঘটন!
হেনকালে মৃত পতি করি নিরীক্ষণ,
শোকের সাগরে তারা হইল মগন।
আলিঙ্গন করি নাথে শুইল ধরায়,
কাতরে বিলাপ করে লুঠায়ে ধূলায়।

কি হ'ল কি হ'ল হায়! অভাগীরে ঠেলিপায়,
পরাণের নাথ মোর, কোথাগেলে চলিয়ে;
ত্যজিয়া অঙ্গদধনে, ত্যজিরাজ্য, সিংহাসনে,
বানর, বানরীবৃন্দ, কেন গেলে ছাড়িয়ে?

শৌর্য্য বীর্য্য বাহুবলে, কাঁপাইয়া ধরাতলে,
বিশাল বানররাজ্য, সুবিশাল করিলে;
দিগ্বিজয়ী দুন্দুভিরে, বিনাশিয়া অকাতরে,
শৃগালের করে হায়! কপিরাজ্য সঁপিলে!

যে সব বানরীগণে, তুমি প্রেম-আলাপনে,
বসন ভূষণে সদা, সাজাইতে যতনে;

আজি তারা ভূমে প'ড়ে কাঁদিছে চিৎকার ক'রে;
শুনিয়াকি এবে তাহা, নাহি শুন শ্রবণে ?

আরেরে! দারুণ বিধি, আমার হৃদয়-নিধি,
অকালে হরিয়া হায়! কাহারে সঁপিলি রে;
কি দোষ করেছি পায়, অনাথিনী অবলায়,
নিদারুণ হয়ে কেন, সাগরে ভাসালি রে ?

তুমি নাকি ধর্ম্মরাজ, এই কি ধর্ম্মের কাজ ?
সতীর হৃদয়-মণি, ছলে নিলে হরিয়ে;
পতিপ্রাণা অবলারে, সঁপিয়া শোক-সাগরে,
সাধিলে হে হেন বাদ, ন্যায়ধর্ম্ম ত্যজিয়ে!

শুনিয়াছি রঘুপতি, ধার্ম্মিক, সুজন অতি,
সত্য-পরায়ণ, ধীর, বীর অনুপম রে;
মম ভাগ্যদোষে রাম, অভাগীর প্রতি বাম,
অন্যায় সমরে হায়! নাথেরে বধিল রে।

কিবা আমি প্রাণেশ্বর, কি অঙ্গদ কি বানর,
করিনাই শ্রীরামের, অনিষ্ট কখন রে;
বিনাদোষে কেন তবে, ন্যায়-নিষ্ঠ সে রাঘবে,
নিঠুর ভুজগ সম, লুকায়ে দংশিল রে!

কিষ্কিন্ধ্যার হয়ে রাণী, হায় ! এবে অনাথিনী,
বীর-পত্নী হ'তে আর, নাহি মনে বাসনা ;
কেহ যেন তনয়ারে, না'সঁপে বীরের করে,
বীরজায়া ভাগ্যে সার, বৈধব্যের যাতনা।

নাহি চাহি ধনজন, কিবা রাজ্য, সিংহাসন,
অথবা অমরাবতী, সুরপতি জিনিয়া ;
যেন জন্ম-জন্মান্তরে, পতির বদন হে'রে,
সেবিয়া পতির পদ, সুখে যাই মরিয়া।

উঠ উঠ কপীশ্বর ! উঠ নাথ ! বীরবর !
অধীনীর পানে নাথ ! একবার চাও হে ;
সুকুমার অঙ্গদেরে, একবার লও ক্রোড়ে,
ভূতলে পড়িয়া বাছা, কাতরে কাঁদিছে হে।

এইরূপ সকরুণ বিলাপ করিয়া,
হৃদয়ে লইল তারা বালীরে তুলিয়া।
অঙ্গদ 'হা পিতঃ !' বলি করেন রোদন,
'নাথ !' 'নাথ !' বলি কাঁদে পুরনারীগণ
নিহত হইলে বালী সন্তাপিত মনে,
সুগ্রীব গমন করে রামের সদনে।

নয়নের নীরে তিতি গদ গদ স্বরে,
কৃতাঞ্জলি-পুটে বীর বলে রঘুবরে।
প্রতিজ্ঞা সফল বীর! হইল তোমার,
এবে হলো মম এই রাজ্য অধিকার।
রণক্ষেত্রে বালী রাজা মুদিল নয়ন,
কিন্তু ভোগে নাহি রুচে অভাগার মন।
রোদন করিছে তারা ভূতলে পড়িয়া,
কাঁদিতেছে পুরবাসী চীৎকার করিয়া।
অঙ্গদের প্রাণে বাঁচা হ'ল এবে ভার,
রাজত্ব লইয়া হবে কিফল আমার?
লাঞ্ছিত হইয়া আমি ক্রোধ-নিবন্ধন,
সে সময় ভ্রাতৃবধে করিনু মনন।
কিন্তু এবে দহিতেছে আমার হৃদয়,
ঋষ্যমূকে অতঃপর লইব আশ্রয়।
রাজ্য, সিংহাসনে মম কিবা প্রয়োজন?
ভ্রাতৃবধে স্বর্গলাভে না করি যতন!
সহৃদয় বালী রাজা বলে ছিল মোরে,
'অনুজ আমার তুই বধিবনা তোরে।'
তার তুল্য হ'য়ে ছিল তাহার বচন,
মম বাক্য, কার্য্য হ'ল আমার মতন।

দেখালেন ভ্রাতৃ ভাব বালী মহাবল,
প্রকাশ হইল মম কপিত্ব কেবল।
কুলক্ষয়কর কর্ম্ম করিনু সাধন,
করিবে সম্মান মোরে কেন প্রজাগণ ?
রাজ্যত দূরের কথা যৌবরাজ্য আর,
নাহি হবে যোগ্য মম সম পাপাত্মার।
দহিছে হৃদয় মম শোকের দহনে,
পুণ্যের হইল ক্ষয় পাপ-পরশনে।
ভ্রাতৃবধ রূপ মত্তগজ দুরাচার,
নদী-কূল সম মোরে করিছে প্রহার।
এই যে অঙ্গদ আর যত বীরগণ,
মম তরে হারাইল অর্দ্ধেক জীবন।
সুজন সুবশ্য পুত্র যদিও সুলভ,
অঙ্গদের অনুরূপ সুপুত্র দুর্ল্লভ।
যথায় সুলভ ঘটে সহোদর ভাই,
হায়রে ! কোথায় আমি সেই স্থান পাই !
নিশ্চয় অঙ্গদ আজ ত্যজিবে জীবন,
যদি বেঁচে থাকে তারা করিবে পালন।
নতুবা পুত্রের শোকে হইয়া কাতর,
ত্যজিবেন অভাগিনী তারা কলেবর !

অতএব রঘুবীর ! প্রবেশি আগুনে,
মিলিত হইব আজ অগ্রজের সনে।
তোমার আদেশে সখে ! বানর-নিচয়,
জানকীর অন্বেষণ করিবে নিশ্চয়।
ত্যজিলেও আমি সখে ! এছার জীবনে,
কোন বিঘ্ন ঘটিবেনা সীতা-অন্বেষণে।
শোকাকুল সুগ্রীবের শুনিয়া বচন,
করিলেন সীতা-পতি মৌনাবলম্বন।
নয়ন যুগল তার বাষ্পেতে পূরিল,
শোকের অনলে তার হৃদয় দহিল।
উচাটন হ'য়ে অতি কৌশল্যা-কুমার,
দুখিনী তারার প্রতি চান বারম্বার।
সে সময় শোকাতুরা তারা তেজস্বিনী,
নাথে আলিঙ্গন করি লোটায় ধরণী।
প্রধান বানরগণ যতনে তুলিয়া,
অন্যত্র চলিল সবে তাহারে লইয়া।
অদূরে দাঁড়ায়ে রাম শরাসন করে,
তখন দেখিল তারা রাম রঘুবরে,
শোকে দুঃখে সকাতরা সুষেণ-নন্দিনী,
বলিলেন রঘুরাজে সকরুণ বাণী।

পরম ধার্ম্মিক তুমি নানাগুণান্বিত,
অক্ষয় তোমার কীর্ত্তি ভুবন-বিদিত।
জিতেন্দ্রিয়, বীর তুমি সত্য-পরায়ণ,
মম ভাগ্যে সুকঠিন তোমার দর্শন।
নব-দূর্ব্বাদল শ্যাম বরণ উজ্জ্বল,
পদ্ম-পত্র জিনি তব নয়ন যুগল।
আজানু লম্বিত বাহু, রাতুল চরণ,
শোভিতেছে তব করে শর, শরাসন।
যেই বাণে বীর! তুমি বধিলে নাথেরে,
এবে সেই বাণে রাম! বধহে আমারে;
নিহত হইয়া যাব তাহার সদনে,
সেবিব পতির পদ কায়মনপ্রাণে।
সুরলোকে সুরবালা কেশ বিন্যাসিয়া,
আসিবে নিকটে তার ভূষণে ভূষিয়া।
কাতর হইয়া নাথ মম অদর্শনে,
সুখী নাহি হবে মিলি তাহাদের সনে।
জানকীর তরে তুমি ব্যাকুল যেমন,
আমার বিরহে স্বর্গে প্রাণেশ তেমন।
অতএব রঘুনাথ! বধিয়া আমারে,
বালীর বিচ্ছেদ-দুঃখ ঘুচাও সত্বরে।

নারীবধ-পাপ রাম ! বধিলে আমায়,
মনে করিওনা কভু স্পর্শিবে তোমায়।
বালি-আত্মা ভাবি মোরে করহে ! নিধন,
স্ত্রীবধ-পাতক নাহি বর্ত্তিবে কখন।
পতি, পত্নী উভয়ের হৃদয় অভিন্ন,
বেদের বচনে ইহা হয় প্রতিপন্ন।
নারীদান সম দান নাহি ত্রিভুবনে,
এই কথা বলে রাম ! যত জ্ঞানিগণে।
নাথে দান কর মোরে ধর্ম্মের কারণ,
দান-বলে পাপ তব হইবে মোচন।
এইরূপ বলি রামে কাঁদে তারা সতী,
বলেন প্রবোধ বাক্য রাম রঘুপতি।
বীর-পত্নি ! বিধি জীবে সৃজন করিয়া,
তিনিই দিলেন সুখ দুঃখে মিলাইয়া।
ত্রিলোকের লোক যত অধীন তাঁহার,
কার সাধ্য খণ্ডাইতে লিপি বিধাতার ?
বিধির ইচ্ছায় তব দুঃখ দূরে যাবে,
নিশ্চয় তোমার পুত্র যৌবরাজ্য পাবে।
অতএব মন্দ বুদ্ধি কর পরিহার,
বৃথা শোক করা নহে উচিত তোমার।

তারায় আশ্বাসি রাম রাজীব-লোচন।
বলেন সুগ্রীবাঙ্গদে প্রবোধ-বচন।
পরিহরি শোক তাপ সবে অতঃপর,
মৃতের সৎকারে আশু হও অগ্রসর।
সমুচিত নহে আর কাল অতিপাত,
বিহিত কর্ম্মের তবে ঘটিবে ব্যাঘাত।
কালের অদ্ভুত শক্তি কে বুঝিতে পারে ?
কালের শাসনে জীব নানাকর্ম্ম করে।
সৃজন করিছে কাল কার্য্য সম্পাদন,
আবার কালেই করে সকলে নিধন।
অতি বলবান কাল অদম্য অক্ষয়,
ঈশেও করিতে নারে কালে পরাজয়।
জ্ঞাতিত্ব, মিত্রতা কাল কভু নাহি মানে,
পক্ষপাত কারে বলে কাল নাহি জানে।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম হয় কালে সম্পাদিত,
প্রত্যক্ষ করেন বিজ্ঞে কর্ম্ম কালকৃত।
সাম, দানে বালী রাজা ঐশ্বর্য্য ভোগিয়া,
স্বপ্রকৃতি লভিলেন লোকান্তরে গিয়া।
ধর্ম্ম বলে স্বর্গ তিনি করিলেন জয়,
দেহত্যাগে লভিলেন সে স্থান নিশ্চয়।

বালীর অদৃষ্টে যাহা হ'ল সংঘটন,
জানিও কালের তাহা ব্যবস্থা উত্তম।
তার তরে পরিতাপ নহে সমুচিত,
কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান কর কালোচিত।
ভ্রাতৃশোকে সুগ্রীবেরে হেরি অচেতন,
বিনয়ে বলেন তায় সুমিত্রা-নন্দন।
এ সময় শোক বীর! সাজেনা তোমার,
সবে মিলি কর এবে বালীর সৎকার।
শোকেতে অঙ্গদ দেখ! কাঁদিছে কাতরে,
প্রবোধ-বচনে কর সান্ত্বনা তাহারে।
তব বটে এই পুরী, তুমি জড় প্রায়,
থাকিলে বিনষ্ট হবে কার্য্য সমুদায়।
শুষ্ককাষ্ঠ, চন্দনাদি কর আনয়ন,
মাল্য, বস্ত্র, ঘৃত, তৈল কর আহরণ।
যাও তার! অবিলম্বে শিবিকা লইয়া,
এখনি আসিবে হেথা ত্বরিত হইয়া।
সুসজ্জিত বাহকেরা হউক এখন,
সুপটু যাহারা তারা করিবে বহন।
সুমিত্রা-নন্দন সবে এরূপ বলিয়া,
শ্রীরামের এক প্রান্তে দাঁড়াইল গিয়া।

লক্ষ্মণের আদেশেতে সসম্ভ্রমে তার,
শিবিকা লইয়া শীঘ্র হলো আগুসার,
বলবান বানরেরা করিছে বহন,
শোভিতেছে তার মাঝে বিচিত্র আসন।
নানাবিধ প্রতিকৃতি রয়েছে অঙ্কিত,
সুশ্লিষ্ট সকল সন্ধি, সুচারু নির্ম্মিত।
রথাকার সুবৃহৎ শিবিকা সুন্দর,
গবাক্ষ জালে বেষ্টিত অতি মনোহর।
চন্দনে চর্চ্চিত, পুষ্পমাল্যে সুশোভিত,
বিবিধ ভূষায় উহা রয়েছে সজ্জিত।
শিবিকা দেখিয়া রাম বলেন লক্ষ্মণে,
বালীকে লইয়া বৎস! যাওহে শ্মশানে।
শীঘ্র তার প্রেতকার্য্য কর সমাপন,
নহে সমুচিত করা বিলম্ব এখন।
সুগ্রীব অঙ্গদসনে, রোদন করিয়া,
শিবিকায় শোয়ালেন বালীরে তুলিয়া।
সজ্জিত করিয়া তারে বসন, ভূষণে,
বাহকে বহিতে আজ্ঞা দিলেন তখনে।
চলিল বাহকগণ শিবিকা লইয়া,
বানর, বানরীবৃন্দ চলিল কাঁদিয়া।

উপনীত হ'ল সবে তটিনীর পারে,
প্রস্তুত করিল চিতা বিধি-অনুসারে।
স্কন্ধ হ'তে বাহকেরা শিবিকা নামা'ল,
শোকভরে একপ্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল।
বালীর মস্তক তারা অঙ্কেতে তুলিয়া,
বিলাপ করেন সতী কাতরে কাঁদিয়া।

হা নাথ! হা বীরবর! একবার দৃষ্টিকর,
স্নেহভরে অধীনীরে বলহে বচন;
কিদোষ করেছি পায়, ত্যজিয়া আমারে হায়!
একাকী চলিলে আজি ত্রিদিব-ভবন।

ছাড়িয়া ভবের মায়া, যদিও ত্যজিলে কায়া,
তথাপি হাসিছে যেন ও চন্দ্রবদন;
এবেও দেহের জ্যোতি, রয়েছে বিমল অতি,
সেইরূপ সেইকান্তি পূর্ব্বের মতন।

ধরিয়া কৃতান্তরূপ, রাম অযোধ্যার ভূপ,
তোমাকে লইয়া যায় করিয়া ছলনা;
তার একমাত্র বাণ, লইল তোমার প্রাণ,
বিধবা হইল যত বানর-ললনা।

তব আদরের ধন, এসব বানরীগণ,
দ্রুতগতি কোনকালে জানেনা কেমন ;
এইক্ষণ পাদচারে, আসিয়াছে বহুদূরে,
বারেক করহে সবে ! প্রিয় সম্ভাষণ।

সুগ্রীব অঙ্গদ তব, তার আদি বীর সব,
তোমায় বেষ্টন করি করিছে ক্রন্দন ;
সেসবে সান্ত্বনা করি, উঠ শয্যা পরিহরি,
আমাদিকে নিয়ে চল কিষ্কিন্ধ্যা-ভবন।

পতিশোকে তারাসতী কাঁদেন কাতরে,
তাহারে বানরীবৃন্দ নিল স্থানান্তরে।
অঙ্গদ সুগ্রীবসনে করিয়া রোদন,
পিতারে চিতায় নিয়া করায় শয়ন।
মুখানল করি চিতা দিল জ্বালাইয়া,
উঠিল প্রদীপ্ত বহ্নি গগন ছাইয়া।
যার ভীম সিংহনাদে কাঁপিত ভুবন,
মুহূর্ত্তে করিল ছাই তারে হুতাশন !

